গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩৮, সংখ্যা ৯ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৫, বৈশাখ

সূচী

	পৃষ্ঠা
কলকাতায় আসন্ন সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (সম্পাদকীয়)	
প্রমীল চন্দ্র বসু	
ইতস্ততঃ (স্মৃতিচারণ)	
প্রীতি চৌধুরী	
বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রবণতা (তৃতীয় পর্ব)	১৩
পরিষদ কথা	২৮
গ্রন্থাগার সংবাদ	৩০
সরকারী আদেশনামা : কলেজ গ্রন্থাগারিকদের অন্তবর্তীকালীন ভাতা	৩১
গ্রন্থাগার পত্রিকার ১৩৯৪ সালের নির্ঘণ্ট : বৈশাখ—চৈত্র	I—VIII

756.3
গ্র৪/১৯

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৩৮, সংখ্যা ১ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৫, বৈশাখ

সম্পাদকীয়

কলকাতায় আসন্ন সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

দেশের গ্রন্থাগার বৃত্তিধারী ও গ্রন্থাগারানুরাগী জনসাধারণের কাছে খুব শীঘ্রই আগামী ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বার্তা আনুষ্ঠানিকভাবে পৌঁছে যাবে। এই সম্মেলনের উদ্যোগ-পর্ব অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল গত ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে। তিরুপতিতে ইয়াসলিকের ষোড়শ সর্ব-ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের কর্মসচিব সম্মেলন মঞ্চে উঠে প্রচুর হাততালির মধ্যে ইয়াসলিকের পরবর্তী সেমিনার কলকাতায় সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে সকলকে আমন্ত্রণ জানান। এই উদ্যোগ পর্বে আবার নতুন মাত্রা যোগ হয়েছিল যখন গত জানুয়ারী মাসের শেষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে কলকাতায় আই এস এ এবং ইয়াসলিকের যুক্ত সম্মেলনের সংগঠক হবার প্রস্তাব এল। এই প্রস্তাব এসেছিল স্বয়ং আই এস এর বিদায়ী সভাপতির তরফ থেকে। এরপর গত মার্চ মাসের শেষদিকে আই এস এ-র নবনির্বাচিত সভাপতি কলকাতায় এসে ইয়াসলিক অফিসে ইয়াসলিক ও বি এল এ-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক ঘরোয়া সভায় কলকাতার এই সম্মেলন যুক্ত ভাবে হতে পারে কিনা তা আলোচনা করার জন্য মিলিত হয়েছিলেন। এই সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি এই যুক্ত সম্মেলনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। ইয়াসলিকের তরফ থেকে এই যুক্ত সম্মেলনের কতকগুলি অসুবিধার দিক তুলে ধরলেও নীতিগত ভাবে তারা এতে আপত্তি করেননি। গ্রন্থাগার বৃত্তির কিছু সংখ্যক ব্যক্তি দুটি পরিষদেরই সদস্য হয়তো আছেন, কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন যে একসঙ্গে যুক্ত সম্মেলনে দুটি পরিষদের পক্ষেই স্বকীয়তা হারাবার ভয় রয়েছে। তবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সামাবদ্ধতা ঘোচাতে এবং এই আন্দোলনে বেগ সঞ্চারের জন্য এবং বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার বৃত্তিধারীদের মধ্যে সংহতির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে এরূপ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে, বিভিন্ন রাজ্য ও সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদগুলির মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত না হলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যাবে না। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে তাই গ্রন্থাগার পরিষদগুলির সম্মিলিত আন্দোলন সংগঠনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। একথা যে গ্রন্থাগারবৃত্তির লোকদের কখনও মনে হয়নি তা নয় এবং যুক্তভাবে সম্মেলন করার এই ভাবনা যে হঠাৎ এসেছে তাও নয়। বেশ কিছু কাল আগে থেকেই কোন কোন গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে সম্মিলিত আন্দোলনের ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সেই ভাবনা বাস্তব রূপও গ্রহণ করে, ১৯৮০ সালে ইয়াসলিকের নাগপুর সম্মেলনে যখন এই উদ্দেশ্যে একটি 'জয়েন্ট কাউন্সিল অব লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া' সংক্ষেপে জোকলাই (JOCLAI) গঠিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে যখনই কোন সর্বভারতীয় পরিষদের উদ্যোগে যেখানেই

কোন সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে তখন সেই সম্মেলনে জোকলাই-এর প্রতিনিধি সভার জন্য একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী রাখার অনুরোধ করা হয়েছে এই জয়েন্ট কাউন্সিলের পক্ষ থেকে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই কাউন্সিলের কাজকর্ম খুব একটা অগ্রসর হয়নি তবে কয়েকটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে জোকলাই এর জন্য প্রস্তাবিত কর্মসূচী রাখা হয়েছিল এবং তাতে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীতও হয়েছে বলে জানা যায়।

এখন সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের রূপ যারা দেবে সেই জাতীয় স্তরের এবং রাজ্য স্তরের গ্রন্থাগার পরিষদগুলির প্রকৃত অবস্থা কি? স্বভাবতই এই পরিষদগুলি শক্তিশালী না হলে সম্মিলিত আন্দোলনও শক্তিশালী হতে পারে না। সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয়, দীর্ঘদিন পূর্ব থেকে সংগঠিত আন্দোলনের সূচনা হলেও আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন এখনও পর্যন্ত তেমন শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। এখন প্রায় সকল রাজ্যেই রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়েছে। কোন কোন রাজ্যে আবার একাধিক পরিষদও গঠিত হয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরও জন্ম হয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। ১৯১১ সালে স্থাপিত বরোদা রাজ্যের 'লাইব্রেরী ক্লাব'ই আমাদের দেশের প্রথম গ্রন্থাগার পরিষদ। এর উদ্যোগেই আমাদের দেশে প্রথম গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের সূচনা হয়। ১৯১৪ সালে অন্ধ্রদেশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। ১৯২০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের বেজওয়াদায় স্থাপিত 'অল ইণ্ডিয়া পাবলিক লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে পরপর নয়টি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই পরিষদের উদ্যোগে আহূত ১৯২৪ সালে বেলগাঁওয়ের তৃতীয় নিখিল ভারত পাবলিক লাইব্রেরী সম্মেলন যা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা কর্মসচিব সুশীলকুমার ঘোষ। এই অল্-ইণ্ডিয়া পাবলিক লাইব্রেরী কনফারেন্স আসলে সে সময়ে প্রতি বছর জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্মেলনের জায়গাতেই অনুষ্ঠিত হত। প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাদ্রাজে ১৯১৯ সালে যা থেকে 'অল ইণ্ডিয়া পাবলিক লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়েছিল। শুধু বাংলা নয়, সে সময় আরও কয়েকটি প্রদেশে যেমন মহারাষ্ট্র (১৯২১) পাঞ্জাব (১৯২৯) এবং দিল্লীতে (গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন, ১৯৩৩) গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয় এই সম্মেলনগুলি থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই। এই পরিষদের উদ্যোগে শেষ সম্মেলনটি হয় ১৯৩৪ সালে এবং এরপরই এই পরিষদের অবলুপ্তি ঘটে।

কলকাতায় ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম হয় ১৯৩৩ সালের এক সম্মেলন থেকে যাকে এখন বলা হয়ে থাকে 'প্রথম অল ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী কনফারেন্স।' এরপর আই এল-এর উদ্যোগে এ পর্যন্ত ৩৩টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে বিহার রাজ্য পুস্তকালয় সংঘ (১৯৩৬), অসম লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন (১৯৩৭) উৎকল লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন (১৯৪৪) এবং কেরালা গ্রন্থশালা সংঘম (১৯৪৫) দেশ স্বাধীন হবার আগেই গঠিত হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন কাগজে কলমে ১৯৩৫ সালে গঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ১৯৫৬ সালে নতুন করে প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত এর অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত না। তেমনি মধ্যপ্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯৪২ সালে স্থাপিত হয়েছিল বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা পুনর্গঠিত হয় ১৯৫৭ সালে। ১৯২৯ সালে ধারওয়ারে কর্ণাটক গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ১৯৬২ সালে মহীশূর গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়। রাজস্থান গ্রন্থাগার পরিষদও গঠিত হয় ঐ বছরেই। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের পর অনেক রাজ্যে নতুনভাবে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করা হয়েছিল।

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদগুলির মধ্যে আই এল এ এবং ইয়ুসলিক ছাড়া এখনও যেসব পরিষদ সক্রিয় তার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন [সম্প্রতি এর নাম পাল্টানো হয়েছে], এগ্রিকালচারাল লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া, মেডিক্যাল

লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাকাডেমিক লাইব্রেরীজ, এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব টিচার্স ইন লাইব্রেরী সায়েন্স-এর নাম করা যায়। অনেকের ধারণা, এতগুলি সর্বভারতীয় পরিষদ গঠনের ফলেই আমাদের সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদগুলি অল্পবিস্তর দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এটা বোধহয় সর্বাংশে সত্য নয়। ভালভাবে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি পরিষদই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অন্তত কিছু না কিছু অবদানের দাবী করতে পারে।

১৯৪৪ সালে যখন আই এস এ রীতিমতো সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও নতুন একটি সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 'ইণ্ডাসলিব' গঠিত হতে যাচ্ছিল তখন এর বিরোধিতা করেছিলেন স্বর্গত ডঃ রঙ্গনাথন। তাঁর ধারণা হয়েছিল এতে সর্বভারতীয় জাতীয় পরিষদ আই এস এ-কে দুর্বল করে দেওয়া হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ইণ্ডাসলিবের জন্ম হয়েছিল এবং এই পরিষদ সে দায়িত্ব পালন করে চলেছে যেটা আই এস-এর মধ্যে থেকে হয়তো ঠিকভাবে পালন করা যেত না।

ঠিক এই যুক্তিতেই অন্যান্য পরিষদগুলিও তাদেরও প্রয়োজনীয়তা যে রয়েছে এবথা বলতে পারেন বই কি। অনেকে বলে থাকেন, বর্তমানে আই এস এ-র গৌরব অস্তমিত, আর ইণ্ডাসলিবের এখন নাকি রমরমা। কিন্তু গ্রন্থাগারিকদের সর্বভারতীয় জাতীয় পরিষদ বলতে এখনো আই এস এ বা ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশনকেই বোঝায়। পক্ষান্তরে ইণ্ডাসলিব বা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ অ্যাণ্ড ইনফরমেশন সেণ্টার বা ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র সমহের পরিষদ যে সর্বশ্রেণীর গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের প্রতিনিধিত্ব করে না—তা তো এর নাম থেকেই বোঝা যায়। এছাড়া আই এস এ-র গঠনতন্ত্র অনুসারে এর কাউন্সিলে রাজ্য গ্রন্থাগারগুলির প্রতিনিধিত্ব থাকে। এই রকম যদি কতকগুলি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট গ্রুপের (Special Interest Group) প্রতিনিধিত্ব রাখা হয় তাহলে আই এস এ-ই হবে এ দেশের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্ব মূলক সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

আসলে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদগুলির কাজ হল নিজ নিজ আদর্শ ও লক্ষ্য অনুযায়ী দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তথা গ্রন্থাগার বৃত্তির উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করা। আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের নামে এ পর্যন্ত অনেক কিছুই হয়েছে যা আধা-খেঁচড়া এবং গোঁজামিলে ভরা। মাঝখানে এক রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সিল বসানো হয়েছে। গ্রন্থাগারবৃত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রন্থাগার পরিষদগুলির মতামত হয় গ্রাহ্য হয় না নয়তো এতদ্‌সংক্রান্ত মূল বিষয়গুলিতে তাঁরা থাকেন নীরব ও উদাসীন। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হলে প্রথমেই আমাদের এই দুর্বলতাগুলির কারণ অনুধাবন করে সেগুলি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের স্ব-স্ব পরিষদগুলিকে যেমন সক্রিয় এবং শক্তিশালী করতে হবে আমাদের সদস্যদের তথা সমগ্র বৃত্তিধারীদের স্বার্থে তেমনি অন্যান্য পরিষদের সঙ্গে সমবেত কর্মসূচী নিয়ে যৌথ আন্দোলনও করতে হবে। আন্দোলনের শরিকদের কাউকেই খাটো করে দেখলে চলবে না বরং প্রত্যেকটি পরিষদকেই উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে। যৌথ কর্মসূচী হবে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার বৃত্তি সংক্রান্ত যে বিষয়টির ওপর আমাদের সবচেয়ে জোর দেওয়া উচিত তার ওপর ভিত্তি করে। আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি এমন পর্যায়ে এসেছে যাতে উন্নত দেশগুলির পাশে আমরা দাঁড়াতে পারি? বিশেষ করে আমাদের সাধারণের গ্রন্থাগার?

আমাদের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে হয়তো কেউ রয়েছেন সাধারণের গ্রন্থাগারে, কেউ রয়েছেন শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে, কেউ বা বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থাগারে। কিন্তু গ্রন্থাগারের সঙ্গে জনসাধারণের ব্যাপক পরিচয় হয় সাধারণের গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। সেই সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এ পর্যন্ত উপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি। এ সম্বন্ধে আমাদের ভাবা দরকার।

আর একটি বিষয়ও ভাবার মতো। আমাদের বৃত্তির-

শতকরা কত অংশ বিভিন্ন রাজ্য ও সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদগুলির সদস্য ? বোধ হয় শতকরা পঁচিশও নয়। এ অবস্থার নিরসন না হলে গ্রন্থাগার আন্দোলন কি করে শক্তিশালী হতে পারে। এজন্য আমাদের বৃত্তির লোকেদের যার যেমন প্রভাব রয়েছে তা খাটানো উচিত। যেমন, শিক্ষক ছাত্রদের, প্রবীণ নবীনদের এবং পদস্থরা নিম্নপদস্থদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হতে। এছাড়া পরিষদগুলিরও প্রচার চালাতে হবে সদস্যভুক্তির জন্য।

এছাড়া আমাদের গ্রন্থাগার পরিষদগুলি যেমন ঢিলে-ঢালাভাবে চলে এবং গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারবৃত্তি সংক্রান্ত অনেক মূল প্রশ্নে নির্বিকার বা নীরব থাকে এ পরিবর্তন প্রয়োজন। শুধু কাগজে কলমে অস্তিত্ব থাকা নয়, সক্রিয় প্রতিষ্ঠান হতে হলে এই পরিষদগুলির এদব ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া হবে স্বতঃস্ফূর্ত।

কলকাতায় সম্মেলনের সম্ভাবনায় আমরা খুশী এইজন্য যে এতে যৌথ আন্দোলনের পটভূমিকা তৈরী হবে। ঐ সম্মেলনে জোকলাই-এর প্রতিনিধিরাও নিশ্চয়ই আসবেন। আশা করি যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন। যুক্ত সম্মেলন হলেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং সমাপ্তি অধিবেশনই কেবল একসঙ্গে হবে বলে আপাততঃ স্থির হয়েছে। দুটি পরিষদের আলোচ্য বিষয় আলাদা হলে সেসব অধিবেশনও আলাদা হবে। তাছাড়া যে বিষয়টি যেভাবে ইয়াসলিকের সদস্যদের আলোচনার জন্য স্থির হয়েছে তা আই এল এ সদস্যদের উপযোগী নাও হতে পারে। যদিও দুটি পরিষদেরই সদস্য এমন কিছু ব্যক্তিও আছেন। শুধু এই অসুবিধাই নয় এমন আরও হাজার রকম অসুবিধা আছে।

যাই হোক্, ডিসেম্বরে সর্বভারতীয় সম্মেলন কলকাতায় হচ্ছেই। স্বভাবতই কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মিবৃন্দ ও গ্রন্থাগারানুরাগী জনসাধারণের ওপর এই সম্মেলন সফল করার দায়িত্ব এসে পড়ছে; বিশেষ করে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদই যখন এর উদ্যোক্তা। এই সম্মেলন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা আসবেন তাঁরা যাতে কলকাতার উষ্ণ অভ্যর্থনা পান এবং পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ভাল ধারণা নিয়ে যান এ ব্যাপারে আমাদের সকলের অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে।

Gutenbergs

Specialists in Library Equipments

20, Manindra Mitra Row, (Sealdal)

Calcutta-700009 Phone : 35-7133

35 5708

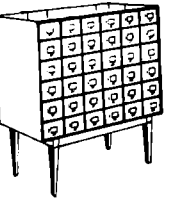

ক্যাটালগ ক্যাবিনেট ও গ্রন্থাগারের অন্যান্য দ্রব্যাদি আমরাই সঠিকভাবে সরবরাহ করতে পারি।

ইতস্ততঃ

(স্মৃতিচারণ)

২য় খণ্ড, ২য় পর্ব

প্রমীল চন্দ্র বসু

[পূর্বকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ—কর্মজীবনের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা – কর্মে যোগদান এবং অবসর গ্রহণ এই উভয় কালের কয়েকটি ঘটনার আলোচনা]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আমি যখন নিযুক্ত হই (১৯শে এপ্রিল ১৯০৫ সাল) সে আজ কতদিন আগের কথা। যুগের পরিবর্তনের সাথে পরিবেশ এবং অবস্থারও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। কাজেই এ কথা বলা বাহুল্য সে দিনের পরিবেশ আর আজকের পরিবেশ এক রকম থাকতে পারে না। পুরানো দিনের মূল্যবোধের অবক্ষয় তখন শুরু হয়নি। নীতি এবং দেশের প্রতি মহান ব্যক্তিদের অবদানের মূল্য দ্রুত এবং সংজ্ঞে ভুলে যাবার যুগ তখনও আসে নি। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবরূপের স্রষ্টা আশুতোষের মৃত্যুর পর তখন এগারো বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও দেখেছিলাম আশুতোষের স্মৃতি এবং তাঁর প্রভাবে সৃষ্ট পরিবেশ তখনও উজ্জ্বল হয়ে বিরাজমান ছিল বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যন্তরে। আশুতোষ সম্বন্ধে কিছু কথা আগেই বলেছি। তাঁর সম্বন্ধে আরও দু এক কথা বলি এখানে। ১৯২৪ সালের ২৫ শে মে আশুতোষের মৃত্যু হয়। তাই প্রতি বছর ২৫শে মে তারিখটি আড়ম্বরের সাথে আশুতোষের স্মরণ দিবস হিসাবে পালন করা হত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে। ঐ দিন সকালে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে প্রতিষ্ঠিত আশুতোষের মর্মর মূর্তিটিকে পদ্ম পুষ্পাদি দিয়ে সুন্দর ভাবে সাজানো হত এবং ঐখানে একটি সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত মণ্ডপ নির্মাণ করে ভারতীয় প্রথায় আশুতোষকে এবং তাঁর কার্যাবলী স্মরণ করা হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিন ছুটির দিন বলে ঘোষণা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ব্যতীত শিক্ষক এবং কর্মীবৃন্দের অনেকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে উপস্থিত হতেন এই অনুষ্ঠানে। এককথায় ঐ দিন প্রাতঃকালের ঐ অনুষ্ঠানে বেশ জনসমাগম হত এবং এখানে এক মনোরম ভাব গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হত। আবার ঐ দিন সন্ধ্যাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনের দ্বিতলে বিখ্যাত কীর্তনীয়াদের কীর্তন হত। সেখানেও স্ত্রী ও পুরুষ বহুলোক উপস্থিত হতেন।

কাজে যোগ দেবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সকল শ্রেণীর কর্মীর মুখে আমি আশুতোষ সম্পর্কে নানা রকম কাহিনী শুনতাম সে সময়ে। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন আশুতোষ। তাঁর জীবিতকালে তাঁর ইচ্ছামত কাজ করার বিরুদ্ধে যত শক্তিশালীই হোক না কেন, কোন বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তি বড় একটা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতেন না। বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববঙ্গ ও আসাম তখন একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বামফিল্ড ফুলার (Bampfylde Fuller) ছিলেন ঐ প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্ণর অর্থাৎ ছোট লাট। পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে স্কুলের ছাত্রদের কিছু উৎশৃঙ্খল আচরণের মুক্তিতে ফুলার সাহেব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সিরাজগঞ্জের বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি (recognition) প্রত্যাহার করে নেবার জন্য লিখলেন। উপাচার্য আশুতোষের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ফুলার সাহেবের সে প্রস্তাব গ্রহণে স্বীকৃত হলেন না। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর অর্থাৎ ভারতের গভর্ণর জেনারেল বা বড় লাট লর্ড মিণ্টোর কাছে উত্থাপিত হল। ফুলার সাহেব জিদ ধরলেন যে তাঁর প্রস্তাব গৃহীত না হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। আশুতোষেরও জিদ স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা

হবে না। পরিস্থিতিটা আদৌ সহজ ছিলনা। অবশেষে দেখা গেল ছোট লাট ডগার সাহেবকেই পদত্যাগ করতে হল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রীদানের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহারের পরিবর্তে উচ্চশিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলার কাজে আশুতোষ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন, তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় তখন কার্যতঃ আশুতোষময় হয়ে উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দীর্ঘ দিনের সংস্রবের ফলে সেখানে তাঁর অদ্বিতীয় প্রতিপত্তি গড়ে ওঠায় তাঁর বিরোধীপক্ষের কেউ কেউ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষের জমিদারী বলে উল্লেখ করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অনেকে ব্যক্তি আশুতোষ থেকে পৃথক করে দেখতেন না তার একটা প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি যে তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরেও আমার কর্মজীবনের প্রথম দিনেও দেখেছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো দিনের অনেক দারোয়ান, চাপরাশি এবং বেয়ারা শ্রেণীর কর্মীরা আশুতোষের জামাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতাপশালী ব্যক্তি প্রবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতে হলে তখনও জামাইবাবু বলেই উল্লেখ করতেন।

আশুতোষের ভোজনপ্রিয়তার এর পটভূমির অনেক কাহিনী শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকেদের মুখে। বউ বাজারের ভীমচন্দ্র নাগের সন্দেশ আশুতোষের খুব প্রিয় ছিল। তখনও মোটর গাড়ীর যুগ আসেনি অথবা এলেও ব্যাপক হয় নি। কলকাতার ধনী, বনিয়াদী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ীতেই যাতায়াত করতেন। আশুতোষও নিজের ঘোড়ার গাড়ীতে প্রতিদিন অপরাহ্নে হাইকোর্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। স্বর্গীয় অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র ঘোষের মুখে অনেকবার শুনেছি হাই-কোর্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পথে অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গৃহে ফেরার পথে ভীম নাগের দোকান থেকে তাঁর জন্যে আগেই বেঁধে রাখা সন্দেশের ঝুড়ি তিনি গাড়ীতে তুলে নিতেন এবং গাড়ী চলা অবস্থায় গাড়ীর মধ্যে বসেই তিনি সে সন্দেশ খেয়ে নিতেন। একদিন আশুতোষ বাড়ী ফিরে যাবার পথে সতীশ বাবু এবং আরও যেন কে একজন আশুতোষের সঙ্গে যাচ্ছিলেন তাঁর গাড়ীতে। গাড়ী ভীম নাগের দোকানের সামনে এলে আগে থেকে বেঁধে রাখা দুটো সন্দেশের ঝুড়ি আশুতোষ গাড়ীতে তুলে নিলেন এবং একটা ঝুড়ি খুলে সতীশ বাবু এবং অপর ব্যক্তিকে তা থেকে তাগ তাগ সন্দেশ তুলে দিতে লাগলেন তাঁদের খাবার জন্যে। আর অন্য ঝুড়ি খুলে নিজেও খেতে লাগলেন সন্দেশ সেটা থেকে। আমরা দেখেছি অধিক বয়সেও সতীশ বাবু নিজেও বেশ খেতে পারতেন। যে সময়ের কথা হচ্ছে সে সময়ে তাঁর বয়স কমই ছিল। অথচ কম বয়সী সতীশ বাবুরা দু জনে মিলে একটা ঝুড়ির সন্দেশ খেয়ে শেষ করতে পারলেন না; কিন্তু আশুতোষ তাঁর ঝুড়ির সমস্ত সন্দেশ একাই স্বচ্ছন্দে নিঃশেষে খেয়ে নিলেন। গাড়ী যখন এসপ্লানেডে ধর্মতলার মোড়ে এসে গেছে তখন আশুতোষ সতীশ বাবুদের একটু খাবার জলের সন্ধান করতে বললেন। সতীশ বাবুরা সে সময়ে প্রায়ই ময়দানে ফুটবল ম্যাচের খেলা দেখতে যেতেন। কাজেই ঐ অঞ্চলের সাথে তাঁর ভালই পরিচয় ছিল। তিনি গাড়ী থেকে নেমে অনতিবিলম্বে মাটির ভাঁড়ে খাবার জল নিয়ে উপস্থিত হলেন। জল খেয়ে আশুতোষ সতীশ বাবুদের অন্য ঝুড়ির অবশিষ্ট সন্দেশ খাবার কথা বলায় তাঁরা তাদের অক্ষমতা জানালেন, তখন আশুতোষ অপর ঝুড়ির ঐ অবশিষ্ট সন্দেশ অম্লানবদনে নিজেই খেয়ে নিলেন এবং শুদ্ধের বললেন তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে তাঁরা তাঁর বাড়ীর লোকের কাছে ঐ অপর সন্দেশের ঝুড়ির কোন উল্লেখ যেন না করেন। স্পষ্টই বোঝা গেল ঐ ঝুড়িটি বাড়ীর লোকের জন্যই নিয়ে যাবার অভিপ্রায় ছিল তাঁর। সে সময়ে আরও কত চিত্তাকর্ষক কাহিনী যে শুনতাম তার ইয়ত্তা নেই। তাই বলছিলাম এক সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষময় হয়ে উঠেছিল। এবং এতদিন পরে আসি কাজে যোগ দেবার সময়েও তাঁর প্রভাবের

অস্তিত্ব বিশেষ ভাবে অনুভব করা যেত। সেই প্রভাবের বৈশিষ্ট্য কি ছিল সে কথা আগে বলেছি বোধহয়। পুনরায় বলছি সেই প্রভাব হল সাহেবী প্রাধান্যের এবং সে সময়ে লোকের মধ্যে সাহেববাঁয়ানা প্রীতির যুগে আশুতোষের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং আবহাওয়া সাহেবিয়ানা মুক্ত দেশীয় এবং ঘরোয়া পরিবেশ রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। এই রকম পরিবেশে কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগত স্বার্থকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত কোন অসন্তোষকে ধূমায়িত রেখে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যসহকারে বিদ্রোহগার করার অথবা ক্ষোভ প্রকাশের অথবা জোট পাকাবার প্রয়াস বা রেওয়াজ দেখিনি সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে। তবে এতবড় একটা প্রতিষ্ঠানে এত লোকের সমাবেশে কারও একেবারে যে কোন ক্ষোভের অথবা মনঃক্ষুন্ন হবার কারণ কখনও ঘটত না বা থাকত না এমন নয়। তা ঘটলেও এক সুশৃঙ্খল বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত পরিজনদের মতই তা নিয়ে মাতামাতি বা দাপাদাপি ছিল না কখনও। সে অবস্থাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের পক্ষে গৌরবের ছিল অথবা ছিল না আজকের দিনে অনেকে সে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। সে তর্কের মধ্যে না গিয়ে সে সময়ে যে পরিবেশ আমি দেখেছি শুধু তাই উল্লেখ করলাম। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি উপাচার্যের পদে আসীন হয়েছিলেন। এর আগে বা পরে এত অল্প বয়সে আর কেউ উপাচার্য নিযুক্ত হন নি কোনদিন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, শ্যামাপ্রসাদ বাবু তখনও ডক্টরেট-উপাধি লাভ না করায় সকলের কাছে তিনি পরবর্তী কালের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের পরিবর্তে শুধু শ্যামাপ্রসাদ বাবু নামেই পরিচিত ছিলেন। আশুতোষ বিলাত যান নি। তাঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার। তবু তিনিও তাঁর পিতার মত সব রকমেই ছিলেন সাহেবিয়ানা বর্জিত ও খাটি বাঙালী, শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন আশুতোষের উপযুক্ত পুত্র। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলায় আশুতোষের প্রভাবে প্রভাবান্বিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘরোয়া পরিবেশে কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের মধ্যে একটা আন্তরিকতার সংযোগ সূত্র ধারা অব্যাহত ছিল। এই সময়েও তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের কাজকর্ম নির্বিঘ্নে সময়মত শান্তিতে এবং সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হত। বহু বৎসর পরে কার্য হতে অবসর গ্রহণের কয়েক বছর পরে পূর্বেকার দিনের কর্মীদের প্রতি সাম্প্রতিক কালে অনুষ্ঠিত এক অবিচারের ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক উপাচার্য দ্বিধাহীন ভাষায় আমাকে বলেছিলেন "আগেকার দিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেণীর কর্মীর কর্মে নিষ্ঠা, কর্তব্য-পরায়ণতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আন্তরিক দরদ সর্বজনবিদিত এবং তুলনারহিত ছিল। বস্তুতঃ সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে এত সুনাম দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল মূলতঃ অনেকটা তাঁদের কর্মনৈপুণ্যের জন্যেও যে সেটা সম্ভব হয়েছিল এ কথা বহুলাংশে অত্যন্ত সত্য। যাই হোক সে যুগের এই রকম এক শান্ত আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিলাম। এবার আমার কাজে যোগদানের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলি।

আমি কাজে যোগ দেবার সময় পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি এবং প্রধান লাইব্রেরী ভবনের দ্বিতলে। কিন্তু সেখানে সমস্ত বইয়ের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অতিরিক্ত বইগুলি দারভাঙ্গা ভবনের অন্যান্য আরও বিভিন্ন জায়গায় এবং সেনেট ভবনের কোন কোন অংশে ছড়িয়ে অনেক অসুবিধেজনক অবস্থায় রাখা হয়েছিল। স্নাতকোত্তর বিভাগ ১৯১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীভূত হবার পর। ঐ বিভাগের জন্য আশুতোষ বিল্ডিং নির্মিত হলে স্নাতকোত্তর কলা বিভাগের সকল কাজকর্ম সেখানে পরিচালিত হবার ব্যবস্থা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লাইব্রেরী থেকে ছাত্রদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে বই দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় তাদের সুবিধের জন্য এই বিভাগে নতুন একটা লাইব্রেরী গড়ে তোলা হয়েছিল ছাত্রদের বাড়ীতে বই নিয়ে যাবার সুযোগ দেবার জন্যে।

ঐ লাইব্রেরীটি আশুতোষ ভবনের একতলায় অবস্থিত ছিল। নতুনভাবে গড়ে ওঠায় এবং তখনও এই লাইব্রেরীর স্থানাভাব না ঘটায় দ্বারভাঙ্গা ভবনের লাইব্রেরী অপেক্ষা এই লাইব্রেরীটি অনেক ক্ষুদ্র হলেও মোটামুটি সুশৃঙ্খল, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী আশুতোষ ভবনের চারতলায় সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমি যে পরিকল্পনা তৈরী করেছিলাম সেই পরিকল্পনায় এই উভয় লাইব্রেরীর লক্ষাধিক গ্রন্থ আশুতোষ ভবনের নবনির্মিত চারতলার একত্রে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা ছিল। কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় স্থির হল ঐ পরিকল্পনা মত কাজ সম্পন্ন করার জন্য লাইব্রেরী স্থানান্তর কাজে ভারপ্রাপ্ত অফিসার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র বই পাঠাবার মূলদেশে যথাক্রমে দ্বারভাঙ্গা ভবনের বিভিন্ন তলায় সেনেট হাউসে অথবা আশুতোষ ভবনের একতলায় থেকে বাণ্ডিল বাঁধা বই কাঁকায় রিলে (Relay) পদ্ধতিতে আশুতোষ ভবনের চারতলায় নতুন গ্রন্থ কক্ষের দ্বারদেশে পৌছে দেবার কাজের তত্ত্বাবধানে থাকবেন। আর নতুন পাঠগৃহে বই নামিয়ে বাণ্ডিল খুলে তাদের সাজিয়ে নিয়ে গ্রন্থগৃহে যথাস্থানে তাদের আবার গুছিয়ে সাজিয়ে রাখার কাজকর্ম আমার তত্ত্বাবধানে চলবে। সময়টা ছিল এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। কলকাতা শহরে বেশ গরম পড়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। লাইব্রেরার নতুন আবাসস্থলে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়নি তখনও। শৈলেনবাবু প্রশ্ন তুললেন এই অবস্থায় বই স্থানান্তর করার সময় ছাড়া অন্য সময়ে এই গরমের মধ্যে আমি কোথায় বসে কাজ করব? সঙ্গে সঙ্গে সতীশবাবু তাঁর স্বাভাবিক ঔদার্যবশতঃ তাঁর ঘরে তাঁর টেবিলে বসেই কাজ করার প্রস্তাব দিলেন আমাকে।

অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র ঘোষ সে সময়ে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগের সেক্রেটারি। আশুতোষ বিল্ডিং-এর উপরের তলায় উঠবার জন্যে একতলার পূর্বদিকে এবং পশ্চিম দিকে এই দুদিকে দুটো সিঁড়ি ছাড়া বিল্ডিং-এর মাঝখান দিয়ে আরও একটা সিঁড়ি আছে। সতীশ বাবুর ঘর ছিল একতলায় এই মাঝখানের সিঁড়ির পশ্চিমদিকে। ঘরটা বেশ বড়ই। সেখানে বড় একটা টেবিলের একদিকে সতীশ বাবু নিজে বসেন। আর অন্য তিনদিকে অনেকগুলি চেয়ার ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা অথবা অন্য কোন লোক সতীশ বাবুর সাথে দেখা করতে অথবা কথাবার্তা বলতে সেখানে বসেন।

সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সময় ছিল বোধহয় বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪½টা পর্যন্ত অথবা বেলা ১০½টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ঠিক মনে নেই; মধ্যে আধ ঘন্টা টিফিনের বিরতি। আমার কাজে যোগদানের প্রথম দিন আমি নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে সতীশবাবুর নির্দেশ মত তাঁর ঘরেই বসেছিলাম। শৈলেন বাবুও এলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমরা উভয়ে আমাদের কাজ শুরু করার আয়োজন ও ব্যবস্থাদি করছি এমন সময়ে সতীশবাবু এলেন কিছুটা শুরু শুরু চেহারা, গলে করা পাঞ্জাবার বুকের বোতামগুলো খোলা, মাথার চুল উসখো-খুসকো, মনে হয় কোন কারণে মনে অশান্ত ছিল তার। চোখে মুখে যেন বিরক্তির চিহ্ন নিয়েই ঘরে ঢুকলেন রাশভারা মেজাজী লোকটি। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ২২।২৩ বছর বয়সের সুশ্রী বেশ স্মার্ট একটি যুবকও ঢুকলো ঘরে। তখনও ছাত্রদের মধ্যে প্যান্ট অথবা পায়জামা পরার রেওয়াজ হয় নি বড় একটা। ছেলেটির পরনে ছিল মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা এবং শার্টের আস্তিন হাতের কনুই পর্যন্ত গুটানো। ছেলেটি বোধহয় বাইরেই অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ সতীশ বাবুর জন্যে। ঘরে ঢুকে সে সতীশ বাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে নমস্কার করে মৃদুস্বরে কি যেন বলল তাকে। যেখানায় সতীশবাবু একবার ছেলেটির আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ এবং কঠিন দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে একেবারে আত্মস্মৃতি ধারণ করেছেন। গলার স্বর খুব উঁচু পর্দায় চড়িয়ে তিনি তার ভাষায় তাকে তিরস্কার করলেন।

সতীশবাবুর বিচিত্র মেজাজ এবং চালচলন সম্বন্ধে তখন আমার কিছুই জানা ছিল না। প্রায় বিনা কারণে অথবা হয়ত অতি সামান্য কারণে তিনি যে অনেক সময়ে তিনি যে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন আবার পরক্ষণেই

তাঁর সে ক্রোধ হয়ত একেবারে জল হয়ে যায় এ ধারণা হবার সুযোগ বা অবসর তখনও আমার হয়নি। তাঁর বিশাল বপু এবং বাদশাহী মেজাজের অন্তরালে যে একটা দরাজ মনের অস্তিত্ব আছে সে খবরও তখন আমি জানতাম না। এখন কিসে কি হল এবং হঠাৎ তাঁর এত ক্রুদ্ধ হবার কারণ কি ঘটল কিছু বুঝতে না পেরে আমি একটু হতচকিত হলাম। মৃদুস্বরে বলা ছেলেটির কথা উৎকর্ণ হয়ে শুনে এবং তার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা সতীশ বাবুর চোখা চোখা তর্জনা বাক্য থেকে ঘা উদ্ধার করতে পারলাম তা থেকে বুঝলাম ছেলেটি কোন বিষয়ে একটি মেডেল পেয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়ায় যথাসময়ে এসে সে মেডেলটি না নেওয়ায় সেটি সতীশ বাবুর হেপাজতে জমা আছে। আজ সে সেটি নিতে এলে এই বিপত্তি ঘটেছে। এর মধ্যে ছেলেটির অপরাধ কি এবং কতটা হয়েছে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি না জানলেও ছেলেটি বোধহয় সতীশ বাবুর মেজাজ, স্বভাব, আচরণ ও মতামত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। এত তিরস্কারের মধ্যেও সে নিঃশব্দে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। তখন বেয়ারাকে ডেকে সতীশ বাবু তাঁর ঘরের লোহার সিন্দুক খুলে মেডেলটি বার করে ছেলেটিকে দেবার কথা বললেন। মেডেলটি নিয়ে সতীশ বাবুকে নমস্কার করে ছেলেটি চলে যেতে উদ্যত হলে দেখি সতীশ বাবুর তখন সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি এবং আচরণ। তাঁর মুখে বিরক্তির চিহ্ন আর নেই। খুব নীচু গাঢ় ও মোলায়েম স্বরে ধরা গলায় তিনি বললেন "বাপু ভাল লেখাপড়া শিখেছ ভাল কথা। ভদ্র সন্তান তুমি ভদ্রভাবে সাজপোশাক ও চলাফেরা করাটাও শেখ। তাতে নিজেরই মঙ্গল হবে।" সতীশ বাবু ইঙ্গিতে কি বললেন ছেলেটি বোধ হয় সে কথা বুঝতে পেরে মৃদু হাসি মুখে আস্তে আস্তে চলে গেল ঘর থেকে। ঐ দিন পরে শৈলেনবাবুর কাছে জানলাম ছেলেটি জামার আস্তিন গুটিয়ে মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরে এসেছিল বলেই সতীশ বাবু এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তখনকার দিনে গুরুজনদের সামনে এই রকম বেশে উপস্থিত হওয়াটা অনেকে অভব্যতা সম্মত ছিল না—অন্ততঃ প্রবীণ ব্যক্তিরা অনেকে সেটা পছন্দ করতেন না। ঐ কারণেই সতীশ বাবু প্রথমে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। পরে ছেলেটির নম্র, ও বিনয়সূচক আচরণে অচিরেই তিনি খুশী হয়েছিলেন। সতীশ বাবুর সেদিনকার আচরণের ভালমন্দ কোনরকম সমালোচনা না করে আমি শুধু ভাবছি আজ দিনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি ও আচার আচরণের কতই না পরিবর্তন হয়েছে। আরও ভাবছি আজকের দিনে কলকাতা শহরের বুকের উপরে সাতকোত্তর অথবা আরও উর্দ্ধের শিক্ষায় শিক্ষিত কোন প্রাপ্ত বয়স্ক যুবককে তার সাজ পোশাকের জন্য কোন অনাত্মীয় ব্যক্তি এরকম প্রকাশ্যে এই ভাবে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করলে সহজে তিরস্কারকারী কি নিষ্কৃতি পেতেন! এই সূত্র আরও কয়েক বছর আগের আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

আমি বসে বি, এ, পরীক্ষা দিয়েছি। সে সময়ে মিত্র ইন্সটিটিউশনে মেন স্কুলটি হ্যারিসন রোডের উপরে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে অবস্থিত ছিল। ঐ স্কুল এখন আরো পূর্বদিকে হ্যারিসন রোড এবং সূর্য সেন ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলে উঠে গেছে। স্কুলটির তখন বেশ নাম ডাক ছিল। আমাদের গ্রামের দু ভাই ঐ স্কুলে সে সময়ে শিক্ষকতা করতেন। একই সময়ে ঐ দুই ভাই এর একজন অসুস্থতার জন্যে এবং অপর জন অন্য কোন কারণে সাময়িক ভাবে স্কুলে অনুপস্থিত হতে বাধ্য হওয়ায় যিনি অসুস্থ ছিলেন তিনি আমাকে এবং অন্যজন আমার বরসী আমার এক আত্মীয়কে ওঁদের বদলি হিসেবে কয়েকদিন কাজ করার জন্যে হেডমাষ্টার মশায়কে চিঠি লিখে দিয়ে আমাদের ঐ স্কুলে পাঠিয়ে দেন। হেডমাষ্টার মশাই আমাদের সাথে কিছু কথা বার্তা বলার পর আমাকে কাজ করার কথা বলেন। আমার আত্মীয়টিকে বললেন অমুক বাবু যখন আপনাকে পাঠিয়েছেন তখন আজ খাতায় নাম সই করে আপনি চলে যান। ওঁর অনুপস্থিতিতে ওঁর ক্লাসের জন্য আমাদের অন্য লোক প্রয়োজন হবে না। অন্যান্য শিক্ষকের সাহায্যে ওঁর কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে।' আমার ঐ আত্মীয়টি চলে গেলে হেডমাষ্টার মশায় বললেন, 'মালকোচা দিয়ে ধুতি পরে, আস্তিন গুটিয়ে এবং পান খেয়ে

ঠোঁট লাল করে ভদ্রলোক এসেছেন স্কুলের ক্লাস নিতে। এই মূর্তি এবং আদর্শ আমি কি করে ছাত্রদের সামনে হাজির করব?" তখনকার দিনের আদর্শে এবং আজকের দিনের আদর্শে আকাশ পাতাল পার্থক্য হয়েছে। কাজেই সে সময়ের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সতীশবাবুর সেদিনের উষ্মার কারণ বুঝতে অসুবিধে হয় না। তার হোক আর মন্দ হোক সে যুগে ছাত্র তথা তরুণ ও যুবকদের পোষাক পরিচ্ছদ আচার আচরণ কেমন হওয়া উচিত অথবা উচিত না সে সম্বন্ধে অভিভাবক স্থানীয় হিতকামী ব্যক্তিদের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী কেমন ছিল এই সকল ঘটনা থেকে আজকের দিনে তা অনুমান করা বোধ করি অসুবিধা হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিনে কাজে এসে সারাদিন ধরে বই স্থানান্তরকরণ কাজের তত্ত্বাবধান ও তদারকির কাজ সেরে অপরাহ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি হয়ে গেলে আমি সতীশবাবুর ঘরে এলাম, সেখানে বসে সারাদিনের কাজ কর্মের হিসেব নিকেশ লিখে রাখার জন্যে। শৈলেনবাবু এবং আর এক ভদ্রলোক এলেন সেখানে। পরে জেনেছিলেন অপর ব্যক্তির নাম ডক্টর পঞ্চানন মিত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের তিনি প্রধান তারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। আরও জেনেছিলাম সতীশবাবু, শৈলেনবাবু এবং ডক্টর মিত্র তিনজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রায় প্রতিদিন ছুটির পর তাঁরা সতীশবাবুর ঘরে একত্র হতেন এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প গুজব করে অর্থাৎ আড্ডা দিয়ে বাড়ী ফিরে যেতেন। দুঃখের বিষয় এরপরে বোধহয় বছর দুয়েকের মধ্যে অধ্যাপক পঞ্চানন মিত্র পরলোক গমন করেন। আমাকে দেখে সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি কাজকর্ম কেমন হল?" সংক্ষেপে তাঁর কথার উত্তর দিয়ে আমি সতীশবাবুর প্রশস্ত টেবিলের একপ্রান্তে বসে খাতাপত্রে বই স্থানান্তর করণের হিসাব লিখতে আরম্ভ করলাম। ওঁরা তিনজন নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে সতীশবাবু শৈলেনবাবুকে বললেন, "শৈলেন, বড় খিদে পেয়েছে।" শৈলেনবাবু তৎক্ষণাৎ সতীশবাবুর নিজস্ব বিহারী চাপরাশি বা খাস বেয়ারা বাড়োকে ডেকে তাকে নিজের পকেট থেকে টাকা বার করে দিলেন। কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণে মির্জাপুর স্ট্রীটের বিখ্যাত পুঁটিরাম মোদকের দোকান থেকে সিঙাড়া ও সন্দেশ আনার জন্যে। টাকা নিয়ে বাড়ো চলে গেল। আমি উঠে পড়ার উদ্যোগ করতে শৈলেনবাবু আমাকে বসতে বলে পরের দিনের কাজের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে বাড়ো ছটা বড় বড় চ্যাঙারি ভর্তি গরম গরম সিঙাড়া ও সন্দেশ এনে টেবিলের মাঝখানে রেখে গেল। সতীশবাবুরা তিনজন চ্যাঙারি থেকে নিজেরাই খাবার তুলে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন। শৈলেনবাবু কোন কথা না বলে শুধু ইঙ্গিতে আমাকেও খাবার কথা বললেন। আমি এক অস্বস্তিকর অবস্থায় বা সমস্যায় পড়লাম। শৈলেনবাবুর টাকায় খাবার এসেছে সেটা আমি জানি। আর শৈলেনবাবু আমাকে খাবার খাওয়ার জন্য ইঙ্গিতও করেছেন সে কথাও সত্য। কিন্তু ঐ ঘরের প্রধান ব্যক্তি তো সতীশবাবু। শৈলেনবাবু যে আমাকে ইঙ্গিতে খেতে বলছেন সতীশবাবু তো আর তা দেখেননি। আমি ওঁদের সমকক্ষও নই। নতুন লোক আমি, আগ বাড়িয়ে তাঁদের মত চ্যাঙারি থেকে নিজেই খাবার নিয়ে খেতে শুরু করলে সেটা তো সতীশবাবুর চোখে আমার এক অশোভন আচরণ বলেই গণ্য হবে। আবার শৈলেনবাবুর ইঙ্গিতটা উপেক্ষা করাও ধৃষ্টতা হবে। কাজেই মহা ফাঁপরে পড়ে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করছি এমন সময় শৈলেনবাবু আমাকে উদ্দেশ করে বেশ জোরেই বললেন, "কই আপনি খাচ্ছেন না? লজ্জার কি আছে? আমরা তো ইউনিভার্সিটির এক ফ্যামিলিরই লোক তো, খান খান।" সন্তর্পণে তখন আমি ২/৫ টে খাবার তুলে নিয়ে মুখে দিলাম। ওঁরা তিনজনে বিশেষত সতীশবাবু ও শৈলেনবাবু বিলক্ষণ ভোজনপটু ছিলেন। দুই চাঙারির খাবার অচিরেই শেষ হয়ে গেল। ওঁদের সাথে পরিচয় তখনও আমার ঘনিষ্ঠ হয় নি। আমি ওঁদের সমকক্ষ ব্যক্তিও নই। অথচ আপিসের কাজে প্রথম দিন যোগ দিতে এসে

মিষ্টিমুখ করার বা জলযোগের জন্য আহ্বানের এরকম অভিজ্ঞতা আর কোন লোকের আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে আমার পক্ষে এ কথা ভুলবার নয়। পরে সতীশবাবু, সুনীতিবাবু (অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি বাঘা বাঘা লোকের উদ্যোগে অধ্যাপকদের আর্টস ফ্যাকালটি ক্লাবের বিরাট ভোজে কতবার যে আমন্ত্রিত হয়ে ভোজ খেয়েছি এবং সুনীতিবাবু, শৈলেনবাবু সতীশবাবু প্রভৃতি যে কি রকম পটু ছিলেন তা দেখে এবং তাঁদের এই ভোজন পটুতাকে কেন্দ্র করে অধ্যাপকদের কত সরস রঙ্গ তামাশার কথা শুনে কত যে বিস্মিত হয়েছি তা আজও স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার পরিবেশের এও এক চিত্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেবার প্রথম দিনের এই অযুত অভিজ্ঞতার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কার্যকাল অবসানের শেষ দিনে সেখান থেকে চলে আসার সময়ে ভাইস চ্যান্সেলারের ঘরে তদানীন্তন অস্থায়ী উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক আমাকে মিষ্টিমুখ করাবার আকস্মিক প্রস্তাবের সাদৃশ্যেও আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কাজের শেষ দিন। তাই সেখানকার ছোট বড় সকল কর্মীর সাথে আমি একে একে দেখা করে বিদায় নিচ্ছিলাম, স্থায়ী উপাচার্য বিধু ভূষণ মালিক (মল্লিক) ক'দিন আগে বোধ হয় দু অথবা তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়েছেন। ভাইস চ্যান্সেলারের ঘরে আমি উপস্থিত হলে নতুন নিযুক্ত অস্থায়ী ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সত্যেন সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেদিন আমার কাজের শেষ দিন শুনে আমাকে চা খাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। সে সময়ে আমি আদৌ চা খেতাম না। চা খাইনা শুনে তিনি কিছু মিষ্টি খাওয়ার কথা বললেন। অল্পক্ষণ আগে মধ্যাহ্নের আহার সেরেছি কাজেই তখন খাবার খাওয়া লম্বর হবে না বলায় বললেন, "তবে অন্ততঃ এক কাপ হরলিক্স খান"। হরলিকসের কথা বলায় আমি একটু বিস্মিত হয়েছি লক্ষ্য করে তিনি বললেন হরলিকস তাঁর সঙ্গে আছে। তাঁর শরীর ভাল না বলে তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে হরলিকস দিয়ে থাকেন। ডক্টর সেন তখন তাঁর চাপরাশিকে ডেকে দুজনকে দু কাপ হরলিকস দিতে বললেন. হরলিকস খেতে খেতে কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ পেল আমরা উভয়ে একই বছরে বি, এ, পাশ করি। অর্থনীতি বিষয়ের এম, এ ক্লাসে অল্প দিন এক সঙ্গে একই ক্লাসে আমরা পড়ার পর আমি আমার বিষয় বদলে কমার্স ক্লাসে চলে যাই। বি, এ পড়ার সময়ে সত্যেন সেন ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র আর আমি ছিলাম বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। কাজেই আমরা পরস্পরের কাছে অপরিচিত ছিলাম। এম, এ ক্লাসে একবার বেশী ছাত্রের সাথে অল্পদিনের জন্য উভয়ে একসঙ্গে পড়লেও তাঁর সাথে আমার আলাপ পরিচয় হয় নি। শুধু একদিন সম্ভবতঃ অধ্যাপক জাহাঙ্গীর কয়াজি অথবা অন্য কোন অধ্যাপকের ক্লাসে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বলেছিলেন, তখন অন্য ছাত্রদের কাছে শুনেছিলাম তিনি সে বছর বি, এ, পরীক্ষায় অর্থনীতির অনার্সের প্রথম স্থানের অধিকারী সত্যেন্দ্র নাথ সেন। সে সময়ে তাঁর সাথে আমার কোন সংযোগ হয় নি। তখন তিনি ছিলেন পাতলা ছিপ-ছিপে চেহারার যুবক। পরে কেন জানি না বরাবরই আমার একটা ধারণা ছিল যে সে সত্যেন সেন আই. সি. এস অথবা বি. সি. এসের চাকরীর লাইনে চলে গেছেন। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে যোগ দেবার পরে আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক সত্যেন সেনের সাথে আমার এক সময়ে পরিচয় হয়েছিল। আরও পরে সেই সত্যেন সেন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আংশিক সময়ের এবং পরে পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক এবং আরও অনেক পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিতে বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হয়েছিলেন তখনও তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, সত্যেন সেন মশাই একসময়ে যক্ষা রোগাক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতের বোধহয় মদন পল্লীতে গিয়ে রোগমুক্ত হয়ে এসেছিলেন তাও জানতাম। সেই ডক্টর সত্যেন সেন যে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য হয়েছেন তাও জানি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ক্লাসে আমার অতি অল্পদিনের সতীর্থ সত্যেন সেন

এবং পরবর্তী কালের উপরে বর্ণিত সত্যেন সেন যে একই ব্যক্তি এ ধারণা আমার ছিল না। এতদিন পরে আজ সেই পুরনো সত্যেন সেনকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করে আমি বিস্মিত ও চমৎকৃত হলাম। তাঁকে সে কথা বললামও, তিনিও আনন্দ প্রকাশ করলেন। আমার অবসর গ্রহণের অল্পদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণ বিভাগের ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত সত্যেন সেন মশয় যে এক সময়ে আমার সতীর্থ ছিলেন সে কথার তিনি উল্লেখ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তিনি ছিলেন বি, এ, অনার্সের পরীক্ষায় প্রথম স্থানের অধিকারী, আর আমি কোনক্রমে অনার্স পেয়ে উত্তীর্ণ। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আর আমি একজন কর্মী। তফাৎ অনেক। উচ্চ পদে আসীন হলে অনেকেই অখ্যাত এবং নগন্য পরিচিত ব্যক্তিদের তুচ্ছজ্ঞানে তাচ্ছিল্য করেন। আমার সম্পর্কে সেদিন তিনি যে তা করেন নি সেটা তাঁর মহত্বেরই পরিচয়। দীর্ঘদিনের ব্যবধান কালের পরিবর্তন হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রবেশকালে এবং সেখান থেকে প্রস্থান কালের আরও কয়েকটি ঘটনার আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য আছে। তারই আরও দু একটির উল্লেখ করছি।

যে সময়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিই তার অনেক আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সন্তজনক স্থানাভাব ঘটত লক্ষাধিক গ্রন্থসমন্বিত গ্রন্থাগারকে আমার পরিকল্পনা মত স্থানান্তরিত কার্যসূচিই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলাম। আবার কালক্রমে ঐ নতুন ভবনে তিন লক্ষাধিক গ্রন্থে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারকে আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনরায় স্থানান্তরিত করে দিয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করি। এই উভয় স্থানান্তরকরণের কাজেও একটা সাদৃশ্য ছিল এই যে দুটো কাজেই যথেষ্ট উদ্যমের কারণ থাকলেও উভয় কাজই নির্বিঘ্নে, সুশৃঙ্খলার মধ্যে এবং সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। লাইব্রেরী স্থানান্তরকরণের ব্যাপারে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রথমবার আমি নিজেও কিছু চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। আবার এই দীর্ঘকালের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় দ্বিতীয়বার স্থানান্তরকরণের সময় দেশের সর্বত্র আপিস, কাছারি এবং সর্বপ্রকার সংস্থা সহ বিশ্ববিদ্যালয়েও কর্মরত কর্মীদের বৃহৎ অংশের কাজ করার ইচ্ছার অভাব এবং কাজের নৈতিক মানের বিশেষ অবনতি ঘটায় স্বাভাবিক গ্রন্থাগার স্থানান্তরকরণের কাজকর্ম সম্পন্ন হওয়া বিষয়ে আমিও চিন্তিত ছিলাম। অথচ শেষ পর্যন্ত কাজ বেশ সন্তোষজনকভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। আর দুবারই অপ্রত্যাশিত ভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই স্থানান্তরকরণের কাজ অযাচিত ভাবে সমাদর লাভ করেছিল। আমার ভাগ্য দেবতা আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করি। আবার অন্য এক সাদৃশ্যের কথা বলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে নিযুক্ত হবার প্রাক্কালে তৎকালীন রেজিস্ট্রারের মারফৎ তৎকালীন উপাচার্য আমাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি কত বেতন চাই। আর্থিক ব্যাপারে আমার উদাসীনতা থাকায় আমি সে সময়ে তাঁদের সে প্রস্তাবের সুযোগ গ্রহণ করিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন হার নির্দিষ্ট ছিল। তথাপি কর্মে নিয়োগের পূর্বে একজন কর্মীকে কত মাহিনা পেলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এ ধরণের প্রশ্ন তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে একরকম অভিনব ব্যাপারের মতই ছিল। আবার আমার কার্যকাল শেষ হবার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে শিক্ষক ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর কর্মীকে সাধারণতঃ ৬০ বছর বয়সের বেশী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আর নিযুক্ত রাখা হত না। তথাপি আমি সম্মত থাকলে আমার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় আমাকে ষাট বছরের পরেও কর্মে নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা হবে বলে আমার অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে স্বয়ং উপাচার্য বিধুভূষণ মালিক এবং আরও দুজন সিণ্ডিকেটের প্রভাবশালী সদস্য শ্রী সুধাংশু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার বহু পৃথক পৃথকভাবে আমাকে বলেছিলেন। সে সময়ে আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত থাকায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্ত আবহাওয়ার দ্রুত অবনতি ঘটছে দেখে আমার আর এখানে কাজ করার স্পৃহা ছিল না। কাজেই তাঁদের এই উদার প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রবেশ কালে এবং সেখান থেকে বিদায় নেবার কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসাবে বিভিন্ন ব্যক্তি থাকলেও উভয় কালের কর্তৃপক্ষের আমার প্রতি এই ধরণের বিরল উদার মনোভাব প্রদর্শনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলেই মনে করেছি এবং ওই ধরণের কয়েকটি সাদৃশ্যের সমাবেশ অন্য কারও কর্মজীবনে ঘটেছে কিনা সে কথা ভেবে বিস্মিতই হয়েছি।

সাহিত্যিকা ৩০।৮।৮১-তে পাঠিত।

বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রবণতা

(১৯৭১—১৯৮৫)

প্রীতি চৌধুরী

[**পূর্বানুবৃত্তি :** আলোচ্য প্রবন্ধে বিগত ১৫ বছরে প্রকাশিত শিশুসাহিত্যের প্রকাশনার প্রবণতা ও বর্তমান শিশু পাঠকদের পাঠ প্রবণতার মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশনা ও পাঠপ্রবণতা একটি সমীক্ষার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথমাংশে (শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৯৪) বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ধারার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে (ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৯৪) প্রথমে সমীক্ষা পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। তারপর বিভিন্ন অধ্যায়ে সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গত পনেরো বছরে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের ও নির্বাচিত চারটি সাময়িকপত্রের বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে শিশু সাহিত্য প্রকাশনার বিষয় বিশ্লেষণ করে সমীক্ষার ফলাফল আমরা যা পেয়েছি তা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে বাংলা শিশু সাহিত্য প্রকাশনার জগতে বই ও সাময়িক পত্রের মধ্যে বিষয়গত দিক থেকে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। প্রবন্ধের বর্তমান অংশে শিশু পাঠকদের চাহিদার একটি তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারপর প্রকাশনার প্রবণতা ও পাঠকের পাঠরুচি প্রবণতার একটি তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করা হয়েছে।]

পঞ্চম অধ্যায়

শিশু পাঠকদের পাঠ প্রবণতা

শিশু পাঠকদের পাঠরুচি সমীক্ষা :

আজকের শিশুপাঠকরা ঠিক কি চাইছে কি পড়তে ভালবাসে, সে সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য দু'শ জন স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে একটি 'প্রশ্নমালা' দেওয়া হয়েছিল উত্তর দেবার জন্য। দু'শ জনের মধ্যে একশ অষ্টআশি জন (৯৪%) ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে প্রশ্নমালার উত্তর পাওয়া গেছে। এই উত্তরগুলি ভিত্তি করেই পাঠরুচি প্রবণতা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পাঠরুচি প্রবণতা

শিশুপাঠকদের পড়ার প্রবণতা বিচার করা হয়েছে দুই দিক থেকে—ওরা কি বিষয়ের বই পড়তে ভালবাসে এবং কি ধরণের সাময়িকপত্র ওরা পড়তে ভালবাসে। গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে উপবিভাগগুলিও বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে। সাময়িকপত্র ও বই উভয় ক্ষেত্রেই পাঠকদের রুচির প্রবণতা বোঝার জন্য পাঠকদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় কি তার সমীক্ষা নেওয়া হয়েছে। পাঠকের রুচির ভিত্তিতে বই ও সাময়িক পত্রের বিষয় বিশ্লেষণ করে আমরা যে সিদ্ধান্তে আসতে পারছি এখন আমরা তা আলোচনা করে দেখবো।

বই-এর বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ :

পাঠকেরা যেসব বিষয়ের বই পড়তে ভালবাসে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে গল্প, উপন্যাস ও সাহিত্য সঙ্কলনের মিলিতভাবে পাঠকসংখ্যা শতকরা একশ ভাগ। যে কোন বিষয়ে পাঠকসংখ্যা স্বভাবতই পাঠকের রুচি নির্দেশ করে। পাঠকের রুচির ক্রমানুযায়ী বিষয়গুলিকে পর পর সাজালে আমরা যে ছবিটি পাব তা হবে নিম্নরূপ :

(১) গল্প, উপন্যাস ও সাহিত্য সংকলন
(২) খেলাধূলা
(৩) ধাঁধা

(৪) সাধারণ জ্ঞান
(৫) ম্যাজিক
(৬) বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান
(৭) জীবনী
(৮) পৌরাণিক গল্প/মহাকাব্য
(৯) ইতিহাস
(১০) অনুবাদ
(১১) ভ্রমণ/অভিযান
(১২) কবিতা
[সারণী—১ দ্রষ্টব্য]

(১) গল্প, উপন্যাস ও সাহিত্য সংকলন :

গল্প, উপন্যাস ও সাহিত্য সংকলনের পাঠক তবে সর্বাধিক সেটাই স্বাভাবিক। এখানে পাঠকদের রুচি বিশ্লেষণ করার সময় গল্প, উপন্যাস ও সংকলনকে আলাদাভাবে ভাগ করা হয়নি। দেখা গেছে শিশু পাঠকরা অনেক সময়ই এই তিনটি বিষয়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারছে না। সমীক্ষায় প্রদত্ত 'প্রশ্নমালায়' ভিত্তিতে পাঠকদের কাছ থেকে যে উত্তর পাওয়া গেছে তাতে গেছে শতকরা একশ ভাগ ছেলে মেয়েই গল্প, উপন্যাস পড়তে ভালবাসে।

(২) খেলাধুলা ধাঁধা, ম্যাজিক :

পাঠরুচি অনুসারে গল্প, উপন্যাসের পরেই খেলাধুলার স্থান। শতকরা ৭৬ ভাগ ছেলেমেয়ে খেলাধুলার বই পড়তে ভালবাসে। বর্তমানে খেলাধুলার ব্যাপারে ছেলে, মেয়ে উভয় পক্ষই খুব সচেতন ধাঁধা ও ম্যাজিকের প্রতিও বাচ্চাদের আকর্ষণ কম নয়। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঠ শ্রবণতা অনুসারে ধাঁধা তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে এবং ম্যাজিক পঞ্চম।

(৩) সাধারণ জ্ঞান :

বর্তমান যুগে শিশুপাঠকদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে বই পড়ার আগ্রহ বেশ প্রবল। শতকরা প্রায় ৬২ ভাগ পাঠক সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে বই পড়তে আগ্রহী। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, রেডিও, টিভিতে নিয়মিত 'কুইজ' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় যা আজকাল শিশুদের সহজেই আকর্ষণ করে। ফলে শিশুদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান বাড়াবার আগ্রহও ক্রমশঃ বাড়ছে। সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে বই ও সাময়িক পত্রের রচনার চাহিদাও শিশু পাঠকের মধ্যে বেড়ে চলেছে।

(৪) বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান :

সাধারণ জ্ঞানের মত বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের বই এর প্রতি শিশু পাঠকদের আগ্রহ ক্রমশঃ বাড়ছে। এই বিষয়ে শিশু পাঠকের সংখ্যা শতকরা ৬৭ ভাগ। এ যুগে বাস করে ওরা আর পিছিয়ে থাকতে চায় না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহে স্কুলের নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের বাইরে শিশুপাঠকের হল বিভিন্ন সাময়িক পত্র ও বই-এ প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ে রচনার প্রতি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হচ্ছে।

জীবনী পৌরাণিক গল্প/মহাকাব্য/ইতিহাস/ভ্রমণ, অভিযান :

এই চারটি বিষয়ের মধ্যে 'জীবনীর' পাঠসংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তবে গল্প, উপন্যাস বা খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ের তা নিতান্তই নগন্য।

পৌরাণিক গল্প, মহাকাব্য বা ইতিহাসের পাঠক যে একেবারেই নেই তা বলা যায় না। তুলনায় ভ্রমণ/অভিযান কাহিনীর পাঠক সংখ্যা আরও কম :

(৬) অনুবাদ :

এই সমীক্ষায় গল্প, উপন্যাসের তুলনায় অনুবাদের পাঠক সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য মনে হয়নি। যদিও অনুবাদের বই অধিকাংশই গল্প বা উপন্যাস। এবং বাংলা সাহিত্য অতীতে যেমন তেমনি এখনও প্রচুর বিভিন্ন ভাষার বই বাংলায় অনূদিত হয়। তবে সমীক্ষাতে আমরা যা দেখেছি তা হয়তো প্রকৃত ছবি নয়। অনেক সময় ছোটরা অনুবাদ গ্রন্থগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে না। অনুবাদ গ্রন্থগুলিও তারা মৌলিক রচনা বলে মনে করতে থাকে।

(৭) কবিতা/নাটক :

কবিতা পাঠের আগ্রহে এ যুগের শিশুদের বিশেষ আছে

বলে মনে হয় না। কবিতার পাঠক সংখ্যায় খুবই কম। এই সমীক্ষায় নাটক পড়বার জন্য একজন পাঠকও পাওয়া যায়নি।

গল্প ও উপন্যাস (মৌলিক ও অনুবাদ) উপবিভাগ

বিশ্লেষণ :

পাঠকের রুচির ক্রমানুযায়ী গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদের উপবিভাগের বিশ্লেষণ করলে শিশুপাঠকের পড়ার প্রবণতার একটি চমৎকার ছবি ফুটে ওঠে। ক্রমপর্যায়টি হবে নিম্নরূপ :

(১) রহস্য
(২) হাস্যরস
(৩) রোমাঞ্চকর অভিযান
(৪) সাধারণ
(৫) অলৌকিক
(৬) রূপকথা
(৭) ঐতিহাসিক
(৮) বিজ্ঞানভিত্তিক

[সারণী—২ দ্রষ্টব্য]

এই উপবিভাগগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি সবধরণের গল্প উপন্যাসেরই পাঠক আছে যথেষ্ট পরিমাণে। রহস্য উপন্যাসের পাঠক সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। শতকরা ৮৭ ভাগ। বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনীর পাঠক সংখ্যা সবচেয়ে কম। শতকরা ৩২ ভাগ। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে হাস্য-রসাত্মক গল্প (৭৪%), রোমাঞ্চকর অভিযান (৭০%), সাধারণ গল্প (৫৯%), অলৌকিক গল্প (৫৭%), রূপকথা (৫১%), ঐতিহাসিক গল্পের (৩৯%) প্রতিও মনে হয় শিশুপাঠকদের যথেষ্ট আকর্ষণ আছে। তবে বিজ্ঞানের বই এর প্রতি শিশুদের যতখানি আকর্ষণ বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, উপন্যাসের প্রতি যেন ঠিক ততখানি আকর্ষণ তারা এখনও বোধ করছে না। তার একটা কারণ হতে পারে যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প উপন্যাসের মৌলিক ভাল বই তেমন প্রকাশিত হয় না। অনুবাদ যা প্রকাশিত হচ্ছে তার বেশীর ভাগই উন্নতমানের নয়।

বই এরসর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় বিশ্লেষন—

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠকদের কাছ থেকে তাদের সবচেয়ে প্রিয় বিষয় কোন্‌টি তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। পাঠকদের মতামতের সমীক্ষা করে আমরা ওদের পড়ার প্রবণতা সম্পর্কে একটা ধারনা করে নিতে পারি। (সারণী —৩ দ্রষ্টব্য)।

গল্প, উপন্যাস ও সাহিত্য সংগ্রহ :

সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় হিসাবে গল্প, উপন্যাস ও সাহিত্য সংগ্রহকে নির্বাচন করেছে শতকরা প্রায় ৫১ ভাগ পাঠক। অর্থাৎ যদিও শতকরা ১০০ ভাগ পাঠকই গল্প উপন্যাস পড়ে, তবে তার অর্ধেক পাঠক গল্প,উপন্যাসকে তাদের পঠিত বিষয়ের সবচেয়ে ওপরে স্থান দিয়েছে।

অনুবাদ :

অনুবাদের বইকে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হিসাবে লেখার জন্য পাঠক বিশেষ পাওয়া যায়নি।

খেলাধুলা :

খেলাধুলার বই সবচেয়ে প্রিয় শতকরা প্রায় ২৩ জন পাঠকের। গল্প, উপন্যাসের তুলনায় সংখ্যাটি কম হলেও সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করলে খেলাধুলার বই এর জন-প্রিয়তা এতে সহজেই অনুমান করা যায়।

সাধারণ জ্ঞান/বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান :

খেলাধুলার পরেই স্থান পেয়েছে যথাক্রমে সাধারণ জ্ঞান (১৪%) বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান (৯%)। পাঠকের রুচির ক্রমপর্যায়ের যে বিভাগ আমরা পূর্বে করেছি (সারণী—১) তার সঙ্গে প্রিয় বিষয় নির্বাচনেরও যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

অন্যান্য বিষয় :

অন্যান্য বিষয়গুলোকে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করেছে অত্যন্ত অল্প সংখ্যক পাঠক। কিছু কিছু বিষয় যেমন ম্যাজিক, ধাঁধা, কবিতা, নাটক, জীবনীকে কোন পাঠকই সবচেয়ে প্রিয় বলে নির্বাচন করেনি।

বইএর সর্বাপেক্ষা প্রিয় গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদের উপবিভাগ বিশ্লেষণ :

এই বিভাগে পাঠকচি অনুসারে সর্বাপেক্ষা প্রিয় গল্প, উপন্যাসের (অনুবাদসহ) উপবিভাগের ক্রমপর্য্যায় হবে নিম্নরূপ :

(১) রহস্য
(২) রোমাঞ্চকর অভিযান
(৩) রূপকথা
(৪) হাস্যরস
(৫) সাধারণ ঐতিহাসিক
(৬) অলৌকিক
(৭) বিজ্ঞানভিত্তিক

[সারণী—৪ দ্রষ্টব্য]

গল্প, উপন্যাসের ক্ষেত্রে পাঠকদের সাধারণ পাঠরুচির সমীক্ষার সঙ্গে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় নির্বাচনের সমীক্ষার তুলনা করলে দেখা যাবে মোটামুটি ক্রমপর্য্যায় একই আছে। শুধু মাত্র প্রিয় বিষয় হিসাবে রূপকথা তৃতীয় স্থানে আছে। যদিও সাধারণ পাঠরুচি প্রবণতায় রূপকথার স্থান আরও নীচে ছিল। অপরদিকে হাস্যরসাত্মক গল্প, উপন্যাসের স্থান কিছুটা নেমে গেছে।

সাময়িকপত্র বিশ্লেষণ :

মোট ১৮৮ জন পাঠক পাঠিকা প্রশ্নমালার উত্তর দিয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ১৬ জন (৯%) পাঠকপাঠিকা কোন সাময়িকপত্র পড়ে না। পাঠকদের নির্বাচিত ১০ টি সাময়িকপত্রের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান পেয়েছে আনন্দমেলা (৯৩%)। আনন্দমেলার পরেই শুকতারার স্থান (৪৬%) তারপরেই এসেছে চাঁদমামা (কমিক্স্) (২০%)। অন্যান্য পত্রিকারগুলির মধ্যে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, কিশোর ভারতী, সন্দেশ, কিশোর মন, খেলা, খেলার আসর, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদির পাঠকসংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। [সারণী-৫ দ্রষ্টব্য]

মোটামুটি সব পত্রিকাতেই একই ধরণের লেখা প্রকাশিত হয়, কয়েকটি শিশু পত্রিকার লেখার মানও বেশ উন্নত। তবুও 'আনন্দমেলা' পত্রিকাটির এই জনপ্রিয়তার কারণ সম্ভবতঃ পত্রিকার বাইরের চেহারা। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অন্যান্য শিশু সাময়িক পত্রগুলির তুলনায় 'আনন্দমেলা' তার সাজসজ্জা ও উপস্থাপনায় সত্যিই আকর্ষণীয়। অত্যন্ত ভাল কাগজে আকর্ষণীয়। ছাপা পত্রিকাটির মূল্য অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। ভাল শিল্পীদের আঁকা রঙীন ছবিগুলির আকর্ষণও কম নয়। তাছাড়া এই পত্রিকার প্রচার ব্যবস্থাও অন্যান্য যে কোন পত্রিকার চেয়ে বেশী।

সাময়িক পত্রের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় বিশ্লেষণ :

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত পাঠকদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় বিশ্লেষণ করলে পাঠরুচি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। পাঠরুচির ক্রমপর্য্যায় অনুসারে বিষয়গুলি সাজালে তা হবে নিম্নরূপ।

(১) গল্প উপন্যাস (মৌলিক ও অনুবাদ)
(২) খেলাধূলা
(৩) কমিক্স্
(৪) বিজ্ঞান
(৫) সাধারণ জ্ঞান
(৬) ম্যাজিক ও ধাঁধা
(৭) কবিতা
(৮) জীবনী

[সারণী—৬ দ্রষ্টব্য]

গল্প ও উপন্যাস (মৌলিক ও অনুবাদ) :

বই এর মতই সাময়িকপত্রের পাঠকের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় গল্প ও উপন্যাস। (৫৬%)।

খেলাধুলো :

বই এর মত এক্ষেত্রেও খেলাধূলা দ্বিতীয় স্থানে আছে। (২৪%)।

কমিক্স্ :

সাময়িকপত্রের পাঠকের কাছে জনপ্রিয়তার বিচারে কমিক্সের স্থান তৃতীয় (১৬%)। কমিক্সের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বাড়ছে। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনার বিষয় বিশ্লেষণ করতে গিয়েও আমরা তা দেখেছি।

সাধারণ জ্ঞান/বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান :

সাময়িকপত্রে সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তার স্থান যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম। স্পষ্টতঃ বই এর পাঠরুচি প্রবণতার সঙ্গে সাময়িকপত্রের পাঠরুচি প্রবণতার যথেষ্ট মিল আছে যা পাঠকের রুচির গতি ও প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে।

অন্যান্য বিষয় :

ম্যাজিক ও ধাঁধা, কবিতা ও জীবনীর অল্পসংখ্যক কিছু পাঠক পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু নাটক, পৌরাণিক কাহিনী মহাকাব্য, ভ্রমণ/অভিযান, ইতিহাসের বিশেষ জনপ্রিয়তা নেই অন্ততঃ পক্ষে সাময়িকপত্রের রচনায়।

সাময়িকপত্রের সর্বাপেক্ষা প্রিয় গল্প ও উপন্যাসের (মৌলিক ও অনুবাদ) উপবিভাগ বিশ্লেষণ :

গল্প ও উপন্যাসের উপবিভাগগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা যে চিত্র পাই তাহলো নিম্নরূপ :

(১) রহস্য
(২) রোমাঞ্চকর অভিযান
(৩) বিজ্ঞান ভিত্তিক ও সাধারণ
(৪) হাস্যরস
(৫) অলৌকিক
(৬) রূপকথা ও ঐতিহাসিক

[সারণী—৭ দ্রষ্টব্য]

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত গল্প, উপন্যাসের উপবিভাগের পাঠপ্রবণতার সঙ্গে বই এর গল্প উপন্যাসের উপবিভাগের পাঠপ্রবণতার সামান্য কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই রহস্য ও রোমাঞ্চকর অভিযান প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে আছে। সাময়িকপত্রের পাঠকদের কাছে রূপকথার তেমন আবেদন নেই। কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, উপন্যাসের জনপ্রিয়তা অনেক বেশী। ইদানীং যে কোন সাময়িকপত্রে যে হারে বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প, উপন্যাস প্রকাশিত হয় ঠিক সেই হারে রূপকথা প্রকাশিত হয় না। সম্ভবতঃ সেই কারণেই সাময়িকপত্রের পাঠকদের মধ্যেও রূপকথা পড়ার চাহিদা কম।

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপসংহার

আলোচ্য সমীক্ষাতে একদিকে যেমন বই ও সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে প্রকাশনার গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে অপরপক্ষে পাঠকের চাহিদা ও রুচির প্রবণতাও বিচার করে দেখা হয়েছে। এই দুটি পরস্পর নির্ভরশীল বিষয়ের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা বর্তমান বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রবণতার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারি।

প্রকাশনা ও পাঠকের চাহিদা—বই :

সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান :

গত পনেরো বছরে সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রকাশনা অনেক বেড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে মনে হয় পাঠকের চাহিদা পূরণের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। ১৯৮৫ সালে যেখানে গল্প, উপন্যাস ও সাহিত্য সংকলনের প্রকাশনা ছিল শতকরা ৭২ ভাগ সেখানে সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বই এর মিশ্রিত প্রকাশনা মাত্র ১৬ ভাগ। কিন্তু বর্তমানে শিশুপাঠকদের একটা বড় অংশ এই বিষয়দুটির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট, এই সমীক্ষার ফলাফলে আমরা তা দেখেছি। সুতরাং এই দুটি বিষয়ে আরও বেশী পরিমাণ বই প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

আমোদ প্রমোদ ও খেলাধুলা :

শিশুপাঠকদের খেলাধুলার বই এর প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। এই পাঠকদের কাছে গল্প, উপন্যাসের পরেই খেলাধুলার স্থান। কিন্তু সে তুলনায় খেলাধুলার ওপর বই এর প্রকাশনা বেশ কম। পাঠকের চাহিদা মেটাবার জন্য আরও বেশী পরিমাণ খেলাধুলার বই প্রকাশনার সুযোগ বর্তমানে আছে এবথা বলা যেতে পারে। বাংলাভাষায় ধাঁধা ও ম্যাজিকের ওপর প্রকাশিত বই এর সংখ্যা অত্যন্ত কম। পাঠকের চাহিদার বিচারে আরও বেশী পরিমাণে ধাঁধা ও ম্যাজিকের বই প্রকাশ করে শিশুদের উৎসাহিত করার সুযোগ আছে।

কবিতা :

এ যুগের শিশুরা যে তেমনভাবে কবিতার প্রতি আকৃষ্ট নয়। হয়তো ধীরে ধীরে কবিতার প্রকাশনা কমে যাচ্ছে।

ঠিক উল্টোদিক থেকে বিচার করে একথাও ভাবা যায় যে পূর্বের মত এখন আর তেমন ভাল কবিতা বা ছড়ার বই কমই প্রকাশিত হয় বলে শিশুরা আর কবিতার প্রতি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয় না।

নাটক :

বাংলা শিশুসাহিত্যে নাটকের দিকটি অত্যন্ত দুর্বল। বাংলা শিশুনাটকের প্রকাশনা এত কম যে পাঠকদের নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হবার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে।

পৌরাণিক কাহিনী/মহাকাব্য :

পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি আজও শিশুরা আকর্ষণ বোধ করে। প্রকাশকেরা সে বিষয়ে সচেতন। প্রতি বছরই পৌরাণিক কাহিনী ও মহাকাব্যের উপরে কিছু বই প্রকাশিত হয়।

গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য সংকলন (মৌলিক ও অনুবাদ)

গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য সংকলন ও বিভিন্ন অনুবাদের ক্ষেত্রে পাঠকের চাহিদা যেমন যথেষ্ট আছে তেমনি এই শাখাগুলিতে প্রচুর বইও প্রকাশিত হয়। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে গল্প উপন্যাসের বিভিন্ন শাখায় যে পরিমাণ বই প্রকাশিত হয় তা মোটামুটি পাঠকের চাহিদা পূরণের অনুকূল।

জীবনী :

জীবনীর ওপর প্রতি বছরই বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয় এবং জীবনী পাঠে আগ্রহী পাঠকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সেক্ষেত্রে প্রকাশনা পাঠকের চাহিদা পূরণ করছে এ কথা বলা চলে।

ভ্রমণ/অভিযান, ইতিহাস :

বাংলা শিশুসাহিত্যে ভ্রমণ/অভিযান ও ইতিহাস প্রকাশনার দিকটা কিছুটা দুর্বল। কিন্তু এদের বিষয়ে পাঠকের সংখ্যা খুব কম নয়। [লেখচিত্র ১ ও লেখচিত্র ৪ দ্রষ্টব্য]

প্রকাশনা ও পাঠকের চাহিদা—সাময়িকপত্র :

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত সাহিত্য ও পাঠকের চাহিদা [লেখচিত্র ৩ লেখচিত্র ৪] এই দুটির তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় সাময়িকপত্রগুলি মোটামুটি পাঠকদের রুচি ও চাহিদার দাবী মিটিয়েই নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কমিক্স্ বিষয়টি শুধুমাত্র সাময়িক পত্রের অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে। বই এর ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই সাময়িকপত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় 'কমিক্স্'। সাময়িক পত্রে কমিক্সের প্রকাশনা ও পাঠকের চাহিদা দুটিই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কিন্তু কমিক্সের কোন স্থায়ী সাহিত্যিক মূল্য আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সাময়িক পত্রে এখন অনেক বিষয় আলোচিত হয় যার প্রকৃত কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। সেই হিসাবে কমিক্স্ও সাময়িক পত্রের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই সমীক্ষায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু কমিক্স্-এর জনপ্রিয়তা সাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। বিদেশে এ বিষয়ে নানা সমীক্ষা হচ্ছে বলে শোনা যায়।

প্রকাশনা ও পাঠকের চাহিদা-সামগ্রস্য :

পাঠক ও প্রকাশনার যে সামগ্রিক ছবিটি এই সমীক্ষায় আমরা পেয়েছি তাতে দেখা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রকাশনা চাহিদার কথা বিবেচনা করেই এগিয়ে চলেছে। কোন কোন বিষয়ে প্রকাশনা হয়তো পাঠকের দাবী মেটাতে পারছে না। কিন্তু তার পেছনে নানারকম কারণ থাকতে পারে। আর্থিক অসুবিধা ও অভিজ্ঞ ভাল লেখকের অভাব এ দুটিই প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে। এই সমীক্ষায় কোন ক্ষেত্রেই এমন চিত্র আমরা দেখিনি যেখানে পাঠকের চাহিদা নেই, অর্থাৎ প্রকাশক বই প্রকাশ করছেন। সেক্ষেত্রে বলা যায় লেখক ও প্রকাশক উভয়-পক্ষই পাঠকের রুচি ও চাহিদা সম্পর্কে সচেতন। তবে শিশুপাঠকের চাহিদা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে ওঁদের সচেতন

পাঠরুচি প্রবণতা : বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ

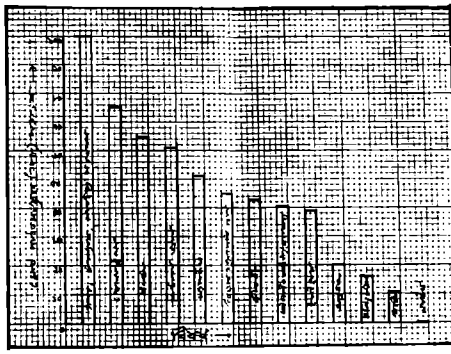

লেখচিত্র—৪

থাকতে হবে যে প্রকাশনার মাধ্যমে শিশুপাঠকের রুচিও পরিশীলিত করার গুরুদায়িত্বও ওঁদেরই ওপর বর্তমান।

বাংলা শিশুসাহিত্যের মূল্যায়ন—সমীক্ষকের দৃষ্টিতে :

আলোচ্য সমীক্ষাতে শিশুসাহিত্যের প্রবণতা বা গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে পরিমাণগত দিক অর্থাৎ সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে। এই পরিসংখ্যানের হিসাব থেকে বর্তমান বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রবণতা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা গেছে। তাছাড়া পাঠকের চাহিদা ও প্রকাশনার মধ্যে যেখানে যা অসঙ্গতি আছে তাও নির্দেশ করা হয়েছে। এই সমীক্ষাটি করতে গিয়ে বাংলার শিশুসাহিত্য বিষয়ে আমি যা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার শিশুসাহিত্যের মূল্যায়ন করবার চেষ্টা করেছি প্রধানতঃ গুণগত দিক থেকে। সাহিত্যের প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করার পর আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো সেই প্রবণতা অনুসারে শিশুসাহিত্যকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। সাহিত্য বলতে আমরা যেন জীবনমুখী সাহিত্যকেই গ্রহণ করতে পারি। সাহিত্যের মাধ্যমে শিশুরা চিনতে শিখবে নিজেকেও দেশের বৃহত্তম সমাজকে। কোন খড়িমাটির গণ্ডী যেন সাহিত্যের গতি রুদ্ধ না করে। শিশুসাহিত্যে হবে জীবনের সাহিত্য, সমাজের সাহিত্য।

সাহিত্যের কতকগুলি বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে শিশুকে প্রভাবিত করতে পারে, তৈরী করতে পারে প্রকৃত মানুষ ও সুনাগরিক। যেমন পরিবেশ পরিচিতি, সামাজিক ইতিহাস, জীবনী ও বিজ্ঞান। আবার কতগুলি বিভাগ আছে যা পরোক্ষভাবে শিশুর মানসিক গঠনে সহায়তা করে। যেমন খেলাধূলা, ম্যাজিক ও ধাঁধা, গল্প, উপন্যাস।

সমাজের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে, দেশবিদেশের ইতিহাস ও ভৌগলিক পরিবেশের সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য বিভিন্ন বিষয়কে একত্রিত করে 'সাধারণ জ্ঞান' নামে বই প্রকাশিত হয়। শিশুদের উপযোগী নানা 'কোষগ্রন্থ' প্রকাশিত হয় নিয়মিত। বর্তমান সমীক্ষায় আমরা দেখেছি পাঠকদের সাধারণজ্ঞানের বই-এর চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে। শিশুদের এই প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে ওদের যদি প্রকৃত শিক্ষা দিতে হয় তবে আমাদের সাধারণ জ্ঞানের ওপর এমন বই প্রকাশ করতে হবে যা শিশুদের সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় ঘটাবে। ওরা যেন চিনতে শেখে বৃহত্তর মানব সমাজকে। ওদের চেনা পরিচয় যেন সমাজের একটি নির্বাচিত সংখ্যালঘু মানব গোষ্ঠির মধ্যে, একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে না যায়। 'সাধারণ জ্ঞান' বলতে শিশুরা যেন কতকগুলি সংখ্যাতত্ত্ব শিখে নিয়ে নিজেদের জ্ঞানের জগত সীমাবদ্ধ করে না রাখে। একথা জানায় উদ্দেশ্য বর্তমানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় যেন 'কুইজ' প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্যই সাধারণ জ্ঞানের বই পড়া প্রয়োজন। কোন কিছুই গভীরভাবে পড়া বা সে সম্পর্কে ভাবনাচিন্তার অবকাশ যেন ওদের মধ্যে নেই।

বর্তমানে ইতিহাস বই-এর প্রকাশনা যেন কমে গেছে। কিন্তু নিজের দেশকে বা সমাজকে চিনতে গেলে দেশের ইতিহাস অবশ্যই জানতে হবে। সাহিত্যের মাধ্যমে যে কোন দেশের ইতিহাস তুলে ধরতে গেলে মনে রাখতে হবে, দেশের প্রকৃত ইতিহাস তৈরী করে সমাজের সাধারণ মানুষরা। কোন রাজা মহারাজার রাজত্বকালের বর্ণনা প্রকৃত ইতিহাস নয়। পরাধীন ভারতবর্ষে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে বারে বারে সোচ্চার হয়েছিল দেশের সৎক ও অন্যান্য সাধারণ মানুষ। আমাদের এই ভারতবর্ষের কিংবা এই পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই এতকালের অবহেলিত সেই সাধারণ মানব সমাজের ইতিহাস শিশুদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

আলোচ্য সমীক্ষায় আমরা দেখেছি শিশুপাঠকদের

পাঠরুচি প্রবণতা : সর্বাধিক প্রিয় বিষয়

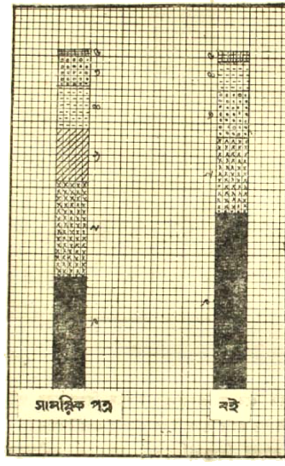

লেখচিত্র—৫

মধ্যেও ইতিহাস পাঠের প্রবণতা আছে। দেশের সামাজিক ইতিহাসের ওপার শিশুপাঠ্য বই প্রকাশের কথা আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি।

ভ্রমণ/অভিযান কাহিনীর মধ্য দিয়ে শিশুর পরিচয়ের গণ্ডী অনেক বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হতে পারে। প্রকৃত সাহিত্যমূল্য যদি থাকে ভ্রমণ বা অভিযান কাহিনীর প্রতি শিশুরা নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হবে। এভাবে তাদের জানার পরিধি বেড়ে যাবে। শিশু মনের সর্বাঙ্গীন বিকাশেও তা সাহায্য করবে।

শিশুশিক্ষায় জীবনী সাহিত্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের সেই সব মহান পুরুষ যাঁরা পৃথিবীর মানুষের কাছে আদর্শস্থানীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তাঁদের জীবনী শিশুদের সামনে পরিবেশন করতে হবে। প্রকাশনার জগতে জীবনীর একটা বড় স্থান আছে সত্য, তবে আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি আরও কিছু মহৎ জীবনের উদাহরণ শিশুদের সামনে তুলে ধরা যায় কিনা।

শিশুর মানসিক গঠনে বিজ্ঞান চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। বৈজ্ঞানিক সত্যকে ছোটবেলা থেকেই চিনতে শেখা প্রয়োজন, যেন সে বড় হয়ে সত্যকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সবকিছু যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বিচার বিশ্লেষণ করতে শেখে। বর্তমানে আমাদের শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি একটা গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই সমীক্ষাতে আমরা দেখেছি বিজ্ঞানের পাঠক ও প্রকাশনার গতি ক্রমবর্দ্ধমান। বিজ্ঞান সংক্রান্ত বই এমনভাবে রচনা করা প্রয়োজন যেন বিজ্ঞানের বই পড়তে গিয়ে শিশুরা অনুভব করে বিজ্ঞানের আসল দায়িত্ব এই পৃথিবীকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আমোদ প্রমোদ ও খেলাধুলা শিশুর দৈহিক ও মানসিক গঠণের পক্ষে অপরিহার্য্য। খেলাধুলা, ধাঁধা, ম্যাজিক ইত্যাদি বিষয়ের সাহিত্যরচনা শিশুর মানসিক বিকাশে পরোক্ষভাবে বিশেষ সাহায্য করে। আমরা সমীক্ষার ফ্যাক্টরে দেখেছি শিশুদের খেলাধুলার ওপরে লেখা রচনার প্রতি আকর্ষণ কত প্রবল। শিশুর এই প্রবণতাকে যদি সত্যিই তার প্রয়োজনে লাগাতে হয় তবে খেলাধুলা সংক্রান্ত বইগুলি এমনভাবে লেখা প্রয়োজন যার মধ্য দিয়ে গোষ্ঠিবদ্ধভাবে কাজ করার শিক্ষা শিশুরা পায়। ধাঁধার সমাধানের মধ্য দিয়ে শিশুর যুক্তিবোধ, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ ধরণের বই প্রকাশ তাই বাঞ্ছনীয়। ম্যাজিকের বই হওয়া উচিত বিজ্ঞান ভিত্তিক।

শিশুরা যেন বুজরুক দেখে ম্যাজিক মানেই লোকঠকানো নয়। বৈজ্ঞানিক সত্যকে কাজে লাগিয়ে সবাইকে আনন্দ দানই ম্যাজিকের উদ্দেশ্য। বিদেশে এ ধরণের বই প্রকাশের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

গল্প ও উপন্যাসের প্রতি মানুষের একটা স্বভাবজাত আকর্ষণ থাকে। শিশুরাও তার ব্যতিক্রম নয়। কাজেই শিশুদের উপযোগী গল্প উপন্যাস রচনার আমাদের দায়িত্বও কম নয়। গল্প, উপন্যাসের মধ্য দিয়ে শিশুর মনে সমাজবোধ, মানবিক অনুভূতির বিকাশ ঘটানো যেতে পারে যা তাকে প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করবে। শিশুর কল্পনা-বিলাসী মন গল্প, উপন্যাসের মধ্য দিয়েই সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। রহস্য ও রোমাঞ্চকর অভিযানের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী। এই সমীক্ষাতে আমরা তা দেখেছি। আজকের দিনেও একাধিক শিশু যখন তাদের সবচেয়ে প্রিয় বই হিসেবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়'-এর নাম উল্লেখ করে, তখন অনায়াসে এ ধরণের সাহিত্যসৃষ্টির অপরিসীম মূল্য আমরা অনুধাবন করতে পারি। রহস্য কাহিনী রচনা ও প্রকাশনার সময় লেখক ও প্রকাশক উভয়েরই সচেতন থাকা প্রয়োজন যেন এই ধরণের রচনা শিশুর কোমল মনের কোন ক্ষতি না করে। অলৌকিক গল্প রচনার সময়েও যেন কোন অহেতুক ভয় বা বীভৎস রসের সৃষ্টি করা না হয়। হাসির গল্প রচনায় যেন বুদ্ধির দীপ্তি থাকে। পৌরাণিক কাহিনী ও রূপকথা সম্পর্কে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন এরূপ রচনা শিশুদের পক্ষে অপরিহার্য্য। রূপকথা বা পৌরাণিক কাহিনী, মহাকাব্য পড়ার প্রয়োজন কোনদিনই ফুরিয়ে যাবে না। শিশুর কল্পনাবিলাসী মন এ সব গল্পের মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পায়। তার মন পরিতৃপ্ত হয়, শিশুর মানসিক বিকাশে তা বিশেষভাবে সাহায্য করে।

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প উপন্যাস রচনায় আমাদের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ইদানীং কয়বিজ্ঞানের নামে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে তাহলো 'ফ্যানটাসি'। 'ফ্যানটাসি' বিজ্ঞান নয়। প্রকৃত বিজ্ঞান-ভিত্তিক রচনা বাংলা সাহিত্যে আজও বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। আশা করবো অদূর ভবিষ্যতে আমাদের গল্প, উপন্যাসের এই বিভাগটি আরও সমৃদ্ধ হবে। বিদেশী সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা জুলভার্ণ বা এইচ জি ওয়েল্স-এর লেখার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারি।

মাত্র কয়েক দশক আগেও প্রখ্যাত বাংলা শিশু সাহিত্যিক ক্ষিতিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য সাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপর নির্ভর করে অসাধারণ মৌলিক বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। আজও তাঁর রচনা কিছু কিছু সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের দৃষ্টান্ত আমাদের পক্ষে বর্তমানে অনুকরণ যোগ্য হতে পারে।

শিশুপাঠ্য বই এর ক্ষেত্রে বই এর বিষয়বস্তুই কিন্তু শেষ কথা নয়। বই এর গঠন, বই ছাপা এবং ছবি এসবও বই এর আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে। সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে সত্য। বর্তমানে মুদ্রক যন্ত্রের এত উন্নতি সত্ত্বেও আমাদের প্রকাশনার জগতে বিশেষ কোন পরিবর্তন আসেনি। বাংলা শিশুপাঠ্যে বইগুলির চেহারা অত্যন্ত ম্লান। বাংলা বইয়ের বাজার সীমিত হওয়ায় প্রকাশকদের পক্ষে আর্থিক অসুবিধার জন্যও অনেক সময় বই আকর্ষণীয় করে ছাপানো সম্ভব হয় না।

বাংলার শিশুসাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের এমন এক সাহিত্যসম্ভার গড়ে তুলতে হবে যেন সাহিত্যের মধ্য দিয়ে শিশুরা নিজের দেশকে, নিজের সমাজকে চিনতে পারে, সমাজের সব অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার সাহস ও শক্তি অর্জন করতে পারে। সৎ সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে একটি জাতি গঠনের কাজে আমরা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব কতটা পালন করেছি আজ তা বিচার করবার দিন এসেছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (আই এল এ) আয়োজিত ৩৬ তম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন এবং ইয়াদলিক আয়োজিত ১৩ তম জাতীয় আলোচনা চক্র ডিসেম্বর, ১৯৮৮-র শেষ সপ্তাহে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। এই সম্মেলন ও আলোচনা চক্র কিভাবে সার্থক করে তোলা যায় সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এক সভা আগামী ২৫শে মে, ১৯৮৮ (বুধবার) সন্ধ্যা ৬টায় পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

অরুণ রায়
কর্মসচিব
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সারণী—১

পাঠরুচি প্রবণতা : বই

বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ

বিষয়	পাঠকসংখ্যা	ক্রমপর্যায়
সাধারণ জ্ঞান		৪
বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান		৬
খেলাধূলা		
ম্যাজিক		
ধাঁধা		
কবিতা		
নাটক	—	—
পৌরাণিক কাহিনী/মহাকাব্য	৭৬	৮
গল্প, উপন্যাস সাহিত্য সংকলন (মৌলিক)	১৮৮	১
গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য সংকলন (অনুবাদ)	৬৮	
ভ্রমণ/অভিযান	৩০	
জীবনী	৮০	
ইতিহাস	৭৪	
মোট পাঠকসংখ্যা	১৮৮	

সারণী—২

পাঠরুচি প্রবণতা : বই

গল্প, উপন্যাস (অনুবাদ ও মৌলিক)

উপবিভাগ বিশ্লেষণ

বিষয়	পাঠকসংখ্যা	
	মোট	ক্রমপর্যায়
সাধারণ	১১১	৪
অলৌকিক	১০৮	৫
রূপকথা	৯৫	৬
রহস্য	১৬৪	১
বিজ্ঞানভিত্তিক	৬০	৮
হাস্যরস	১৪৭	২
রোমাঞ্চকর অভিযান	১৩৩	৩
ঐতিহাসিক	৭৪	৭
মোট পাঠকসংখ্যা	১৮৮	

সারণী—৩

পাঠরুচি প্রবণতা : বই

সর্বাধিক প্রিয় বিষয় বিশ্লেষণ

বিষয়	পাঠকসংখ্যা	
	মোট	ক্রমপর্যায়
সাধারণ জ্ঞান	২৬	৩
বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান	১৬	৪
খেলাধূলা	৪৩	
ম্যাজিক	—	—
ধাঁধা	—	—
কবিতা	—	—
নাটক	—	—
পৌরাণিক কাহিনী/মহাকাব্য	১	৬
গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য সংগ্রহ (মৌলিক)	৯৬	
অনুবাদ	৪	
ভ্রমণ/অভিযান		
জীবনী	—	—
ইতিহাস		৬

মোট পাঠকসংখ্যা ১৮৮

সারণী—৪

পাঠরুচি প্রবণতা : বই

সর্বাধিক প্রিয় গল্প ও উপন্যাস (মৌলিক ও অনুবাদ)

উপবিভাগ বিশ্লেষণ

বিষয়	পাঠকসংখ্যা	
	মোট	ক্রমপর্যায়
সাধারণ	৪	৫
অলৌকিক	৩	৬
রহস্য	৪৯	
রূপকথা	১২	
বিজ্ঞান ভিত্তিক		
হাস্যরস		
রোমাঞ্চকর অভিযান		
ঐতিহাসিক		

মোট পাঠকসংখ্যা

সারণী—৫

পাঠরুচি প্রবণতা

সাময়িকপত্র বিশ্লেষণ

সাময়িক পত্র	পাঠকসংখ্যা	
	মোট	ক্রমপর্য্যায়
আনন্দমেলা	১৬০	
কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান		
কিশোর ভারতী		
কিশোর মন		
খেলা		
খেলার আসর		
চাঁদমামা		
জ্ঞানবিজ্ঞান		
শুকতারা		
সন্দেশ		

পাঠক সংখ্যা—১৮৮ জন

সাময়িকপত্র পড়ে না—১৬ জন

প্রকৃত পাঠক সংখ্যা—১৭২ জন

সারণী—৬

পাঠরুচি প্রবণতা : সাময়িকপত্র

সর্বাধিক প্রিয় বিষয় বিশ্লেষণ

বিষয়	পাঠকসংখ্যা	
	মোট	ক্রমপর্য্যায়
কমিক্‌স্	২৭	৩
সাধারণ জ্ঞান	১৪	৫
বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞান	২২	৪
খেলাধুলা	৪২	২
ম্যাজিক ও ধাঁধা	৬	৬
কবিতা	২	
নাটক	—	—
পৌরাণিক কাহিনী, মহাকাব্য	—	—
গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য সংগ্রহ (মৌলিক ও অনুবাদ)		

ভ্রমণ, অভিযান	—	—
জীবনী	১	৮
ইতিহাস	—	—

মোট পাঠকসংখ্যা—১৭২

সারণী—৭

পাঠরুচি প্রবণতা : সাময়িকপত্র

সর্বাধিক প্রিয় গল্প ও উপন্যাস

উপবিভাগ বিশ্লেষণ

বিষয়	পাঠকসংখ্যা	
	মোট	ক্রমপর্য্যায়
সাধারণ	৬	৩
অলৌকিক	২	৫
রহস্য	২৭	১
রূপকথা	১	৬
বিজ্ঞান ভিত্তিক	৬	৩
হাস্যরস	৪	৪
রোমাঞ্চকর অভিযান	১০	২
ঐতিহাসিক	১	৬

মোট পাঠকসংখ্যা—৫৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৫ি ১৩৪, সি. আই. টি. রোড, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের সাধারণ সদস্য ও প্রতিষ্ঠানগত সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে আগামী ৩১শে মার্চ, '৮৮ পর নূতন বৎসরের চাঁদা দিয়ে সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করা প্রয়োজন। কারণ ঐ তারিখের পর সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। যথাসময়ে চাঁদা দেওয়া না হলে পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থায় ও পত্র-পত্রিকা প্রেরণ অসুবিধা হয়। এ সম্পর্কে সদস্যদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

অরুণ রায়

তাং বৈশাখ ১৩৯৫ কর্মসচিব

বই-এর তালিকা।

প্রবন্ধ রচনায় যে বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

(১) আলোর ফুল্‌কি
কলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮০।

(২) আশা গঙ্গোপাধ্যায়
বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ।
(১৮০০-১৯০০)।কলি, ডি. এম. লাইব্রেরী
১৩৬৮ ব।

(৩) খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শতাব্দীর শিশুসাহিত্য (১৮১৮-১৯৬০)
২য় সং। কলি, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৯৬৭।

(৪) বাণী বসু, সংকলক
বাংলার শিশুসাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী।
কলি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৩৭২ ব।

(৫) ভারত কোষ
কলি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

(৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র রচনাবলী ; দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খণ্ড।
কলি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১—

(৭) সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান
কলি, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬ ও ৮১।
২ খণ্ড।

(৮) সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড।
কলি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা

যে প্রতিষ্ঠানের শিশুসাহিত্য সম্ভার থেকে এই সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগৃহীত হয়েছে :—

(ক) গ্রন্থাগার

(১) উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার।
(২) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।
(৩) বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়।
কলিকাতা।
(৪) বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট। কলকাতা।
(৫) রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পাঠাগার। এন্টালী,
কলিকাতা।

(খ) প্রকাশক

(১) অরুণোদয় প্রকাশ মন্দির। কলিকাতা।
(২) আনন্দ পাবলিশার্স। কলিকাতা।
(৩) উজ্জ্বল সাহিত্যমন্দির। কলিকাতা।
(৪) কামিনী পুস্তকালয়। কলিকাতা।
(৫) নিউ বেঙ্গল প্রেস। কলিকাতা।
(৬) বুক ট্রাস্ট। কলিকাতা।
(৭) শিশুসাহিত্য সংসদ। কলিকাতা।

(গ) ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

পরিষদ কথা

পুরুলিয়া

গত ১৭ই জানুয়ারী, ৮৮ বেলা একটায় পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারে পরিষদের জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার অন্যতম সহ সভাপতি শ্রীহুশান্ত হাজরা এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসচিব শ্রী অরুণ রায়। বিদায়ী সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ কোলের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশের পর সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখা, পুরুলিয়া জেলা ১২ই জুলাই কমিটি, পুরুলিয়া জেলার গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ও কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের সমন্বয় কমিটির পক্ষে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। সম্পাদকের প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ গরাই, সতীশ মাহাতো, হেমন্ত গোস্বামী। সভায় সর্বসম্মতি-ক্রমে যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় সেগুলি হল, ১২ ই জুন, ৮৭ তে LLA সভার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির প্রতিনিধি নিয়ে LLA গঠন, জেলার স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির জন্য গৃহনির্মাণ অনুদান মঞ্জুর, জেলার বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির জন্য অনুদানের ব্যবস্থা, হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের জন্য বিশেষ অনুদান, অবিলম্বে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, D L O নিয়োগ জেলা কলেজ ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শূন্য পদে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় পরিষদের জেলাশাখার যে নূতন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটিতে, নিখিল মুখার্জী, সভাপতি, হুশান্ত হাজরা, সহ-সভাপতি, নারায়ণ মাজী, সহ-সভাপতি, বিশ্বনাথ কোলে সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

বাঁকুড়া

গত ২৬শে ডিসেম্বর, '৮৭ জয়পুর হাইস্কুলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জেলার ৭০ জন গ্রন্থাগার কর্মী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ডঃ সলিল ঘোষ। তিনি তার ভাষণে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকার কথা আলোচনা করেন। সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত "জনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ও জাতীয় শিক্ষানীতি" সেমিনারে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মিহির রায়। পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার'-এর সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা ও পরিষদের যুগ্ম-কর্মসচিব শ্রীকৃষ্ণপদ মজুমদার। এই সম্মেলনে পরিষদের যে নূতন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়, সেই কমিটিতে—শ্রীগোপিনচন্দ্র বিশ্বাস, সভাপতি, শ্রীগুণধর চৌধুরী সহ-সভাপতি, শ্রীবিজয় চ্যাটার্জী সহ সভাপতি, রণজিত কাপড়ী, সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

মুর্শিদাবাদ

গত ৩০শে ডিসেম্বর, ৮৭ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার জয়েন্ট সম্মেলন জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের পতাকা উত্তোলন করেন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা ও গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা। পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে অন্যতম সদস্য গৌতম গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনার জন্য সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন সত্যব্রত রায়, রাধামাধব সরকার ও সবিতা প্রসাদ দুবে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা। সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান শ্রীপৎ সিং কলেজের অধ্যক্ষ ও সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী অমৃত কুমার বিশ্বাস। সম্পাদকীয় রিপোর্ট ও বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন জেলা সম্পাদক শ্রী মদন মণ্ডল। রিপোর্টের উপর ১৪ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন।

কর্মীসমিতির কথা

বাঁকুড়া

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১লা এপ্রিল, ৮৮ বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারে ১২ দফা দাবী নিয়ে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী কৌশিক বিশ্বাস। সভার সুরুতে জেলা সম্পাদক শ্রী সতীনাথ ব্যানার্জী। ১২ দফা দাবী সনদ নিয়ে আলোচনা করেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভার শেষে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন, কর্মীসমিতির রাজ্য সম্পাদক শ্রী তরুণ রায়, গ্রন্থাগার বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী ও বাঁকুড়া বিধান সভার সদস্য অধ্যাপক পার্থ দে এবং পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদক রঞ্জিত কাপড়ী ও পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষা কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক শ্রী সমিত চক্রবর্তী।

মুর্শিদাবাদ

গত ২০শে এপ্রিল,' ৮৮ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে বহরমপুর কালেকটরেট ক্লাবে এক কনভেনশন হয়। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি সম্পাদক শ্রী তরুণ রায়, মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের সভাপতি শ্রী অরুণ ভট্টাচার্য জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি শ্রী বিনয় ভৌমিক, পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার সভাপতি শ্রী সত্যব্রত রায়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী তপন অধিকারী। গ্রন্থাগার কর্মীদের মাসপয়লা বেতন, পেনসনের কাজ ত্বরান্বিত করা, পি, এফ,-এবং ইন্সিওরেন্স চালু করা, জেলা গ্রন্থাগার শহরের কেন্দ্রস্থলে চালু করা, প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলা শাখার সম্পাদক শ্রী রাধামাধব সরকার।

—সংকলন : অরুণ সরকার

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৫শে মে বিকাল ৪টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত রিফ্রেসার কোর্সে অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐ সভায় যোগদান করতে অনুরোধ জানাই।

রামকৃষ্ণ সাহা
পরিচালক

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

উল্টাডাঙ্গা প্রগতি পাঠচক্র : গত ১০ই এপ্রিল, ৮৮ ইউনাইটেড ক্লাব সংলগ্ন মাঠে উল্টাডাঙ্গা প্রগতি পাঠচক্রের পঞ্চদশ বার্ষিক-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠচক্রের সভাপতি শ্রীসুধেন্দু মুখার্জী। উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত অইনজীবি শ্রীবলাই রায়, প্রধান অতিথি ছিলেন পঃ বঃ সরকারের পরিবহন মন্ত্রী শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী ও বিশেষ অতিথি ছিলেন পঃ বঃ সরকারের ভূমি, ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবিনয় চৌধুরী। বক্তারা তাঁদের ভাষণে সুস্থ সংস্কৃতি ও সমাজের বিকাশে পাঠচক্রের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট জননেতা শ্রীহরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত, গণসঙ্গীত, গণযাদু, নাটক পরিবেশিত হয়।

চব্বিশ পরগণা (উত্তর)

তারাগুনিয়া বীণাপানি পাঠাগার

গত ৭ই আগষ্ট, ৮৭ পাঠাগারে পরিচালন সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅর্দ্ধেন্দু বন্দোপাধ্যায়। গত ১৪ই নভেম্বর, ৮৭ শিশুদিবস উপলক্ষে গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগার সহকারী শ্রীনারায়ণ প্রসাদ সূর মহাশয়।

গ্রন্থাগার দিবসের অনুষ্ঠান—গত ১০ই জানুয়ারী তারাগুণিয়া বীণপানী পাঠাগারের গ্রন্থাগার দিবসের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারে পক্ষ থেকে স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক শ্রীঅর্দ্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় এই উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

হাওড়া

বড়গাছিয়া ইউনিয়ন অন্নদা-শরৎ গলুই গ্রামীণ পাঠাগার

গত ২০শে মার্চ, ৮৮ অপরাহ্নে পাঠাগার সংলগ্ন বড়গাছিয়া শিবতলায়, পাঠাগারের উদ্যোগে বসন্ত উৎসব-এর আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে একটি রীতি আলেখ্য-র আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত।

সংকলন : অনুপকুমার সরকার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
EDUCATION DIRECTORATE
WRITERS' BUILDINGS

No.2325 (400)-CGA
OM/4/CGA/87

Dated, Calcutta, the 17th March, 1988.

Copy of G. O. No. 307-Edn (CS) dated 8. 3. 88 forwarded to the

for information and necessary action. The College authority is requested to submit claims for August, 86 to March, 88 and April, 88 to June, 88 separately will necessary certificates.

Sd/- Illigible

for [Director] of Public Instructi
West Bengal.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
EDUCATION DEPARTMENT
C. S. BRANCH

No.307-Edn (CS)
10M-76/85

Dated, Calcutta, the 8th March, 1988.

From : Shri S. Sengupta

Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

The Director of Public Instruction,
West Bengal.

Sub : **Grant of interim relief of Librarians of Non-Govt. colleges.**

Ref : His letter No. 1554-GA dated 11. 11. 87.

In continuation of G. O. No. 1559-Edn (CS) dated 11.9.86 the undersigned is directed, by order of the Governor, to say that the Governor,

pending revision of the scales of pay of college Libraians borne on UGC scales of pay of Rs. 700-1600/- and Rs. 650-900/- on the basis of the recommendations of the UGC/Government of India as and when received, is pleased to approve of payment with effect from 1.8.86 of an interim relief @ Rs. 50/- per month to all approved whole-time Librarians (including Deputy/Assistant Librarians) of Non-Government affiliated degree colleges in West Bengal subject to the condition that the interim now approved shall be adjusted against ultimate revision of their pay scales.

The charge will be met from the provision under the appropriate Non-Plan Budget head under "2202-General Education".

The Accountant General, West Bengal and the Pay & Accounts Officer, Calcutta Pay & Accounts Office are being informed.

This order issues with the concurrence of the Finance Department of this Government vide their U. O. No. Group 'P' 120 dated 1.3.88.

Sd/-S. Sengupta
Deputy Secretary.

S. G./18.3.88

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

নির্ঘণ্ট

সপ্তত্রিংশতি বর্ষ : বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৯৪

সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা

নির্ঘণ্ট সংকলনে : পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়

নির্দেশিকা

রেজিস্টার্ড অফিস

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

অফিস

সি-১৩৪ সি আই টি রোড
কলিকাতা ৭০০ ০১৪
ফোন : ২৯-৮৪৬৬

১ম অংশ : লেখক—আখ্যা বিভাগ : লেখকের নাম ও প্রকাশিত অন্যান্য আখ্যাসমূহ মাল ও পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ নির্দেশিত ও বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। যেমন—অমূল্য কুমার সরকার। সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংগ্রহ। শৌধ, পৃঃ ৮।

২য় অংশ : বিভাগ সূচী গ্রন্থাগার পত্রিকায় নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়, সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যাসিত। যেমন—গ্রন্থাগার সংবাদ, সম্পাদকীয়, ইত্যাদি।

৩য় অংশ : বিষয়ানুগ নির্ঘণ্ট : নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধের আখ্যাসমূহ বর্ণানুক্রমে বিন্যাসিত। যেমন—গ্রন্থাগার-পরিচালনা: কুপাল সিংহ। গ্রন্থাগারে নতুন উপকরণ, নতুন কর্মপ্রণালী। বৈশাখ, পৃঃ ১৩

লেখক-আখ্যা বিভাগ

অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী। গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সম্পর্কে ইউ জি সি-র সুপারিশ। মাঘ, পৃঃ ১৯

অর্জুন দাসগুপ্ত। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান-কিছু সমস্যা ও সমাধানের উপায়। কার্ত্তিক, পৃঃ ৯

অমূল্য কুমার সরকার। সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংগ্রহ। পৌষ, পৃঃ ৮

অমূল্য সেবা শিক্ষায় মনোবিদ্যা। দ্রঃ সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায়।

অনান্ত জেলায় গ্রন্থাগার দিবসের সভাঃ কোচবিহার, চব্বিশ পরগণা (উত্তর), মালদহ, হাওড়া, হুগলী। মাঘ, পৃঃ ২৮

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। দ্রঃ অসিত চট্টোপাধ্যায় ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অশোক কুমার রায়। সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ২১

অসিত চট্টোপাধ্যায় ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৩১

অসিতাভ দাশ। সূচীঃ কিছু কথা। ফাল্গুন, পৃঃ ১৮

আখ্‌স সাত্তার। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৩৮

ইতস্ততঃ (স্মৃতিচারণ)। দ্রঃ প্রমীলচন্দ্র বসু।

৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তালিকা। ভাদ্র, পৃঃ ১৭

৪১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রতিবেদন। শ্রাবণ, পৃঃ ২৪

৪১তম বঙ্গীয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ। দ্রঃ রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিদ্যার্ণব।

কমল সরকার। সাধারণ গ্রন্থাগার প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা। আষাঢ়, পৃঃ ২২

কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী। দ্রঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

কুণাল সিংহ। গ্রন্থাগারের নতুন উপকরণ, নতুন কর্মপ্রণালী। বৈশাখ, পৃঃ ১৩

গোপাল প্রসাদ সাহা। সাধারণ গ্রন্থাগার : সমস্যা ও সমাধানের উপায়। আষাঢ়, পৃঃ ৪০

গৌতম গোস্বামী। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের সূচীকরণের সমস্যা ও সমাধানের উপায়। ভাদ্র, পৃঃ ৭

গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সমালোচনা : চলতি জগৎ। দ্রঃ নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সমালোচনা : Holiday Homes in Banks and Offices দ্রঃ নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। দ্রঃ আখ্‌স সাত্তার।

গ্রন্থাগারের নতুন উপকরণ, নতুন কর্মপ্রণালী। দ্রঃ কুণাল সিংহ।

গ্রন্থাগার দিবসের আহ্বান। দ্রঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয়সভা। মাঘ, পৃঃ ২৪

গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব। মাঘ, পৃঃ ২৭

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক। দ্রঃ রীতা চক্র।

গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপি। দ্রঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সম্পর্কে ইউ জি সি র সুপারিশ। দ্রঃ অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী।

জন রাস্কিন ও গ্রন্থাগার। দ্রঃ প্রবোধ বিশ্বাস।

নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদবিহারী দাশ। সুসংগঠিত জাতীয় কৃষি তথ্যব্যবস্থা। মাঘ, পৃঃ ৮

—ট্র্যাক্তি অর্ডার এবং গ্রন্থ পরিগ্রহণ। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১০

নির্ঘণ্ট, বৈশাখ—চৈত্রঃ ১৩৯৩। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ i-vi

নিমাই চন্দ্র নন্দী। সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীগণের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৩৩

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সমালোচনা : চলন্তি জগৎ। বৈশাখ, পৃঃ ২৫

—গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সমালোচনা : Holiday Homes in Offices Banks and Offices. বৈশাখ, পৃঃ ২৬

ট্র্যাক্তি অর্ডার এবং গ্রন্থ পরিগ্রহণ। দ্রঃ নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদ বিহারা দাস।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিবেদন। দ্রঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে কিছু চিন্তা-ভাবনা। দ্রঃ প্রবীর রায়চৌধুরী।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি। ২২ তম বার্ষিক সম্মেলন। পৌষ, পৃঃ ১৭

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের শ্রেণীকরণের সমস্যা ও সমাধানের উপায়। দ্রঃ গৌতম দোস্তমার।

পাঠযোগ। দ্রঃ ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী।

প্রকাশক ও গ্রন্থাগার। দ্রঃ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রবীর রায়চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে কিছু চিন্তা ভাবনা। আষাঢ়, পৃঃ ১১

প্রবোধ বিশ্বাস। জন রাস্কিন ও গ্রন্থাগার। অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৯

—প্রেসিডেন্সী কলেজ গ্রন্থাগারের গোড়ার কথা। বৈশাখ, পৃঃ ১৯

প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ২৯

প্রীতি চৌধুরী। বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রবণতাঃ ১৯৭১-১৯৮১ (১ম পর্ব। শ্রাবণ, পৃঃ ৭৩

—বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রবণতা ১৯৭১-১৯৮১ (২য় পর্ব)। ফাল্গুন, পৃঃ ৩

প্রবীল চন্দ্র বসু। ইতস্ততঃ (স্মৃতিচারণ)। বৈশাখ-শ্রাবণ পৃঃ ৩; ভাদ্র—কার্তিক, পৃঃ ৩; অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৪, পৌষ-মাঘ, পৃঃ ৩; চৈত্র, পৃঃ ৩

প্রেসিডেন্সী কলেজ গ্রন্থাগারের গোড়ার কথা। দ্রঃ প্রবোধ বিশ্বাস।

ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী। পাঠযোগ। শ্রাবণ, পৃঃ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৬-৮৭ সালের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের পরীক্ষার ফলাফল। মাঘ, পৃঃ ৩৫

রাখাল চন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস। ৪১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ। আষাঢ়, পৃঃ ১

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক ও গ্রন্থাগার। মাঘ, পৃঃ ১৫

—বাজারমুখী গ্রন্থাগার। ফাল্গুন, পৃঃ ৩

রাজ্যের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার মন্ত্রীদ্বয়ের সম্বর্ধনা সভা। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৩

রীতা চন্দ্র। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক। আষাঢ়, পৃঃ ১৯

লক্ষ্মীনারায়ণ রায়। সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও তার প্রতিকার প্রসঙ্গে। আষাঢ়, পৃঃ ২৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ১৯৮৭ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল। মাঘ, পৃঃ ৩৩

—কাউন্সিল সভার কার্য বিবরনী ভাদ্র, পৃঃ ১২

—গ্রন্থাগার দিবসের আহ্বান। ভাদ্র, পৃঃ ২৩

—গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপি। শ্রাবণ, পৃঃ ২০

—পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিবেদন। আষাঢ়, পৃঃ ৭

২২তম বার্ষিক সম্মেলন। দ্রঃ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি।

বাজারমুখী গ্রন্থাগার। দ্রঃ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রবণতা ১৯৭১-১৯৮৫ (১ম পর্ব, ২য় পর্ব)। দ্রঃ প্রীতি চৌধুরী।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। দ্রঃ সা কুমার দত্ত।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। দ্রঃ স্বপন চৌধুরী।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের পরীক্ষার ছুটি সম্পর্কে পরিষদের স্মারকলিপি। অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১২

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষদের স্মারকলিপি। অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৩

বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা। অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৪

বিনোদ বিহারী দাস। দ্রঃ নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদ বিহারী দাস।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে প্রস্তাব। আষাঢ়, পৃঃ ৪৭

বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়। সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৮
বিশ্বনাথ দাস। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পত্রিকা বিভাগের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৪২
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : কয়েকটি সমস্যা। দ্রঃ সন্তোষ কুমার বসাক।
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পত্রিকা বিভাগের সমস্যা। দ্রঃ বিশ্বনাথ দাস।
শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কিছু সমস্যা ও সমাধানের উপায়। দ্রঃ অর্জুন দাসগুপ্ত।
সন্তোষ কুমার বসাক। বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার : কয়েকটি সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৪১
সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা দ্রঃ বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়।
সাধন কুমার দত্ত। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৪৪
সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৩৫
সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। অনুন্নত সেবা শিক্ষায় মনোবিদ্যা। আশ্বিন, পৃঃ ৯
সুসংগঠিত জাতীয় কৃষি তথ্য ব্যবস্থা। দ্রঃ নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদ বিহারী দাস।
সূচী : কিছু কথা। দ্রঃ অসিতাভ দাশ।
সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সাধারণ গ্রন্থাগারে উপযোগী শিক্ষণ ব্যবস্থা। আষাঢ়, পৃঃ ১৫
সাধারণ গ্রন্থাগার : সমস্যা ও সমাধানের উপায়। দ্রঃ গোপাল প্রসাদ সাহা।
সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীগণের সমস্যা। নিমাই চন্দ্র নন্দী।
সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। দ্রঃ অসিত চট্টোপাধ্যায় ও অমর নাথ চট্টোপাধ্যায়।
—দ্রঃ অশোক কুমার রায়।
—দ্রঃ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
—দ্রঃ সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাধারণ গ্রন্থাগার : প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা। দ্রঃ কমল সরকার।
সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংগ্রহ। দ্রঃ অনুপ কুমার সরকার।
সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগীর শিক্ষণ ব্যবস্থা। দ্রঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও তার প্রতিকার প্রসঙ্গে। দ্রঃ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
স্বপন চৌধুরী। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৪৫

(১) বিভাগ-সূচী

কর্মীসমিতি সংবাদ

কোচবিহার। জলপাইগুড়ি। নদীয়া।
বর্ধমান। বীরভূম। হাওড়া। পৌষ, পৃঃ ১

গ্রন্থাগার-সংবাদ

অরুণোদয় পাঠাগার, চটের হাট, হার্ডিঞ্জিং। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৮
আর্য লাইব্রেরী, নারায়ণপুর, চব্বিশ পরগণা। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৭
কাঁচড়াপাড়া মিউনিসিপ্যাল টাউন লাইব্রেরী, চব্বিশ পরগণা। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৭
কেশব পাঠাগার, পরিফা, চব্বিশ পরগণা উত্তর। ভাদ্র, পৃঃ ১৫
খরশ শক্তিসংঘ, বীরভূম। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৮
ছাত্রবন্ধু, রামরাজাতলা রেলওয়ে রোড, হাওড়া। মাঘ, পৃঃ ৩০
জয়পুর গ্রামীণ গ্রন্থাগার, বাঁকুড়া। পৌষ, পৃঃ ১৪
জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক, মেদিনীপুর। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৮
দাঁইহাট শহর জীতেন্দ্রনাথ মিত্র স্মৃতি পাঠাগার। মাঘ, পৃঃ ৩০
নবদিগন্ত পাঠাগার, নায়েকেলডাঙ্গা, কলিকাতা। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৭
পানিহাটি ক্লাব, চব্বিশ পরগণা (উত্তর)। ভাদ্র, পৃঃ ১৫
পাচুড়িয়া সাধারণ পাঠাগার, বর্ধমান। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৮
পাস্তাপাড়া পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক সংঘ, জলপাইগুড়ি। পৌষ, পৃঃ ১৪

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্ধমান। কার্ত্তিক, পৃঃ ১৯
পল্লীশ্রী পাঠাগার, হাওড়া। ভাদ্র, পৃঃ ৫১
বাঙ্গীলপুর রবিতীর্থ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, হাওড়া। মাঘ,পৃঃ ৩০
বালিয়া নেতাজী সংঘ, মুর্শিদাবাদ। ভাদ্র, পৃঃ ১৫
বিবেকানন্দ স্মৃতি পাঠাগার, ময়নাপুর, বাঁকুড়া। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ
শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি, বর্ধমান। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৮
সঙ্ঘমিত্র পাঠাগার, প্রতাপগড়, নিমতা, চব্বিশ পরগণা জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৭-১৮। পৌষ, পৃঃ ১৬
সঙ্ঘম পাঠাগার, প্রতাপগড়, উত্তর দমদম, চব্বিশ পরগণা (উত্তর)। ভাদ্র, পৃঃ ১২
সংস্কৃতি, চাকপোতা, হাওড়া। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৮ কার্ত্তিক, পৃঃ ১৪; মাঘ, পৃঃ

চিঠিপত্র

কাজী খোদাবক্স সিদ্দিকী। গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৬
প্রণব চক্রবর্তী। [অর্থপ্রাপ্তি স্বীকার] পৌষ, পৃঃ ১৬

পরিষদ কথা

আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সমন্বয় সমিতি, খাঁটুরা, গোবরডাঙ্গা, চব্বিশ পরগণা (উত্তর)। ভাদ্র, পৃঃ ১৬
কর্মীসমিতি সংবাদ। ভাদ্র, পৃঃ ১৬
কোচবিহার শাখা। মাঘ, পৃঃ ৩১
জলপাইগুড়ি জেলা শাখা। মাঘ, পৃঃ ৩১
নদীয়া জেলা শাখা মাঘ, পৃঃ ৩১ কার্ত্তিক, পৃঃ ১৪
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা। ভাদ্র, পৃঃ ১৫
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখা। কার্ত্তিক, পৃঃ ১৪; মাঘ, পৃঃ ৩১
ব্লক গ্রন্থাগার সম্মেলন, সন্দেশখালি, বিনাথা, চব্বিশ পরগণা (উত্তর) মাঘ, পৃঃ ৩১
ভারত সরকার অধীনস্থ গ্রন্থাগার সমূহের পরিষদ (GILA) কার্ত্তিক, পৃঃ ১৪
মালদহ জেলা শাখা। ভাদ্র, পৃঃ ১৫
মেদিনীপুর জেলা শাখা। মাঘ, পৃঃ ৩১
হাওড়া জেলা শাখা। ভাদ্র পৃঃ ১৬

শোকসংবাদ

অমিয় চট্টোপাধ্যায়— মাঘ, পৃঃ ৩৬
পাতুরী নাগভূষণ— পৌষ, পৃঃ ১৬

সম্পাদকীয়

আমলাতন্ত্রের কৌশল। চৈত্র, পৃঃ১
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির সমস্যার একদিক। মাঘ, পৃঃ ১
গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী। কার্ত্তিক, পৃঃ ১
গ্রন্থাগার আন্দোলনের নতুন পরিস্থিতি। শ্রাবণ, পৃঃ ১
গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ। বৈশাখ, পৃঃ ১
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা ব্যবস্থা। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১
গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সংশোধন। আশ্বিন, পৃঃ ১
পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের এক বছর। ফাল্গুন, পৃঃ ১
বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে। পৌষ, পৃঃ ১
বৃত্তিমূলক সংগঠনরূপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা। অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১
যুদ্ধ ও গ্রন্থাগার। ভাদ্র, পৃঃ ১

Bengal Library Association :

Memorandum submitted to the pay Commission, West Bengal. vol 37, no, 6 (Sept-Oct. 1987) P 1-22
English Abstracts vol 30, no. 1-5, vol. 30, no. 6-12
Excerpts of the Mehrotra committee Report regarding revision of pay scales of college and university Librarians. vol. 37, no, 11 (Feb-Mar. 1988) P. 1-28,
Government orders, vol 37, no 5 (Aug-Sept 1987) P, 1-15
Memorandum submitted to the Pay Commission see Bengal Library Association

Memorandum submitted to the Pay Committee regarding pay revision of the university library staff vol 37, no 7 (Oct-Nov, 1987) P. 1-18

Report of the Expert Committee on the minimum qualifications and workload for the librarians in universities and Colleges, vol 37, no 12 (Mar-Apr 1988) P 21 40

The West Bengal Public Libraries (conduct of election to the State Library Council) Rules, 1982, vol 37, no 12 (Mar-Apr, 1988) P, 1-20,

বিষয়ানুগ নির্ঘণ্ট ঃ

অমূল্যয় সেবা

সুশীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। অমূল্যয় সেবা শিক্ষায় মনো বিদ্যা। আশ্বিন, পৃঃ ৯

কলেজ গ্রন্থাগার-ইতিহাস

প্রবোধ বিশ্বাস। প্রেসিডেন্সী কলেজ গ্রন্থাগারের গোড়ার কথা। বৈশাখ, পৃঃ ১৯

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির সমস্যার একদিক (সম্পাদকীয়)। মাঘ, পৃঃ ১

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-বেতনক্রম

অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী। গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সম্পর্কে ইউ, জি, সির সুপারিশ। মাঘ, পৃঃ ১৯

গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সমালোচনা

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সমালোচনা : চলতি জগৎ। বৈশাখ, পৃঃ ২৪

—Holiday Homes in Banks and Offices. বৈশাখ, পৃঃ ২৬

গ্রন্থ পরিগ্রহণ

অরুণ কুমার সরকার। সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংগ্রহ। পৌষ, পৃঃ ৮

নন্দদুলাল বসাক ও বিনোদবিহারী দাশ। ষ্ট্যাকিং অর্ডার এবং গ্রন্থ পরিগ্রহণ। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১০

গ্রন্থাগার আন্দোলন

আমলাতন্ত্রের কৌশল (সম্পাদকীয়)। চৈত্র, পৃঃ ১

গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী (সম্পাদকীয়)। কার্ত্তিক, পৃঃ ১

গ্রন্থাগার আন্দোলনের নতুন পরিস্থিতি (সম্পাদকীয়)। শ্রাবণ, পৃঃ ১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিবেদন। আষাঢ়, পৃঃ ৭

যুদ্ধ ও গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়) ভাদ্র, পৃঃ ১

গ্রন্থাগার দিবস

অন্যান্য জেলায় গ্রন্থাগার দিবসের সভা : কোচবিহার, চব্বিশ-পরগণা (উত্তর), মালদহ, হাওড়া, হুগলী। মাঘ, পৃঃ ২৮

গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় সভা মাঘ, পৃঃ ২৪

গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব। মাঘ, পৃঃ ২৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। গ্রন্থাগার দিবসের আহ্বান। ভাদ্র, পৃঃ ২৩

গ্রন্থাগার পত্রিকা

গ্রন্থাগার পত্রিকার নববর্ষ (সম্পাদকীয়) বৈশাখ, পৃঃ ১

গ্রন্থাগার পত্রিকা নির্ঘণ্ট

গ্রন্থাগার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র, নির্ঘণ্ট : ১৩৭৩। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ i-vi

গ্রন্থাগার-পরিচালনা

কুপাল সিংহ। গ্রন্থাগারের নতুন উপকরণ, নতুন কর্মপ্রণালী। বৈশাখ, পৃঃ ১৩

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

অরুণ দাসগুপ্ত। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান-কিছু সমস্যা ও উপায়। কার্ত্তিক, পৃঃ ৯

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা ব্যবস্থা (সম্পাদকীয়)।
জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১
প্রবীর রায় চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কে কিছু চিন্তা ভাবনা। আষাঢ়, পৃঃ ১০
রীতা চক্র। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক। আষাঢ়, পৃঃ ১৯
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী শিক্ষণ ব্যবস্থা। আষাঢ়, পৃঃ ৫১

গ্রন্থাগার : মূল্যায়ন

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। বাজারমুখী গ্রন্থাগার। ফাল্গুন, পৃঃ ৩

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পরীক্ষা-উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ১৯৮৭ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল। মাঘ, পৃঃ ৩৩
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৬-৮৭ সালের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরীক্ষার ফলাফল। মাঘ, পৃঃ ৩৫

গ্রন্থাগারিক বেতনক্রম

গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সংশোধন (সম্পাদকীয়)।
আশ্বিন, পৃঃ ১

জন রাস্কিন-গ্রন্থাগার

প্রবোধ বিশ্বাস। জন রাস্কিন ও গ্রন্থাগার।
অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৯

জাতীয় তথ্য ব্যবস্থা-কৃষি

নন্দদুলাল বনাক ও বিনোদ বিহারী দাস। সুসংগঠিত জাতীয় কৃষি তথ্য ব্যবস্থা। মাঘ, পৃঃ ১৫

প্রকাশনা : গ্রন্থাগার

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক ও গ্রন্থাগার।
মাঘ, পৃঃ ১৫

পাঠযোগ

ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী। পাঠযোগ। শ্রাবণ, পৃঃ ১১

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী।
ভাদ্র, পৃঃ
—গ্রন্থাগার বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত স্মারকলিপি।
শ্রাবণ, পৃঃ ২০
রাজ্যের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার মন্ত্রীদের সম্মেলন সভা।
জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৩

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

৪১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের তালিকা। ভাদ্র, পৃঃ ১৭
৪১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রতিবেদন।
শ্রাবণ, পৃঃ ২৪
বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে প্রস্তাব। আষাঢ়, পৃঃ ৪৭
রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস। ৪১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ। আষাঢ়, পৃঃ ১

গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি

বৃত্তিমূলক সংগঠনরূপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ভূমিকা (সম্পাদকীয়)। অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়)। পৌষ, পৃ ১
বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের পরীক্ষার ছুটি সম্পর্কে পরিষদের স্মারকলিপি। অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১২
বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষদের স্মারকলিপি। অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৩
সাধন কুমার দত্ত। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৪৪
স্বপন চৌধুরী। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৪৫

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সন্তোষ কুমার বনাক। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-কয়েকটি সমস্যা। আষাঢ় পৃঃ ৪১
বিশ্বনাথ দাস। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পত্রিকা বিভাগের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৪২

সরকারী আদেশনামা

বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী আদেশনামা। অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৪

সাধারণ গ্রন্থাগার

অসিত চট্টোপাধ্যায় ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৩১

অশোক কুমার রায়। সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ২১

আব্দুস সাত্তার। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৩৮

কঙ্কন সরকার। সাধারণ গ্রন্থাগার : প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা। আষাঢ়, পৃঃ ২২

গোপাল প্রসাদ সাহা। সাধারণ গ্রন্থাগার সমস্যা ও সমাধানের উপায়। আষাঢ়, পৃঃ ৩০

নিমাইচন্দ্র নন্দী। সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারের এক কর্মীগণের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৩৩

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের এক বছর (সম্পাদকীয়)। ফাল্গুন, পৃঃ ১

প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ২৯

বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়। সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৮

লক্ষ্মীনারায়ণ রায়। সাধারণ গ্রন্থাগারের সমস্যা ও প্রতিকার প্রসঙ্গে। আষাঢ়, পৃঃ ২৫

সুভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আষাঢ়, পৃঃ ৩৫

সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি। ২২তম বার্ষিক সম্মেলন। পৌষ, পৃঃ ১৭

সূচীকরণ

অসিতাভ দাস। সূচী: কিছু কথা। ফাল্গুন, পৃঃ ১৭

গৌতম গোস্বামী। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারের সূচীকরণের সমস্যা ও সমাধানের উপায়। ভাদ্র, পৃঃ ৭

স্মৃতি চারণ

প্রমীল চন্দ্র বসু। ইতস্ততঃ (স্মৃতিচারণ)। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৩; শ্রাবণ, পৃঃ ৩; ভাদ্র-কার্ত্তিক, পৃঃ ৩; অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৪; পৌষ-মাঘ, পৃঃ ৩; চৈত্র, পৃঃ ৩

শিশু সাহিত্য : বাংলা

প্রীতি চৌধুরী। বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রবণতা ১৯৭১-১৯৮৫ (১ম পর্ব)। শ্রাবণ, পৃঃ ১৬

—(২য় পর্ব)। ফাল্গুন, পৃঃ ৬

Annual subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. No RN-2674-47

Volume 38 : No 1 April-May 1988

12 JUL 1988

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার

ও

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী

• রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত চিন্তার বিস্তারিত আলোচনা। • রবীন্দ্র প্রসঙ্গ গ্রন্থপঞ্জীতে এক হাজারেরও বেশী রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত বইয়ের টীকা সম্বলিত পঞ্জী। বিভিন্ন ধরণের নির্ঘণ্ট সমন্বিত।

নির্মলকান্তি ভট্টাচার্য রচিত

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের শব্দাবলীর বাংলা পরিভাষা

আদিত্যকুমার ওদেদার-এর

গ্রন্থবর্গীকরণ

৩য় সংস্করণ ১৯৮৪

সংস্করণ—পঁচিশ টাকা

সংস্করণ—কুড়ি টাকা

ছাত্র সংস্করণ—দশ টাকা

The West Bengal Recognised Non-Governmental Educational Institution Employees (Death-cum-Retirement Benefit) scheme 1981 এবং West Bengal Govt. Sponsord Library Employees' Service Rules একত্রে মূল্য আট টাকা

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay, for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—700 073 at Impression Syndicate, 36/1A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta—700 006
Editor : Ramkrishna Saha